পাতায়
পাতায়
পুজোর চালচিত্র

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ২৬ আশ্বিন – ১ কার্তিক, ১৪২৫ ঃ ১৩ অক্টোবর – ১৯ অক্টোবর , ২০১৮

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 1, 13 October - 19 October, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

## দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

**শনিবার :** ফের জেগে উঠেছে চিটফান্ড মামলা। রোজভ্যালি কাণ্ডে

আর্থিক তছরূপ মামলায় ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এর আগে এই মামলায় সিবিআই গ্রেফতার করে তাঁকে। পরে জামিনে মুক্তি পান সুদীপ।

**রবিবার :** দুর্গাপুজোর সময় কলকাতার রাস্তার ধার ধরে হোর্ডিংয়ের চেনা ছবিতে এবার

অভিযোগ উঠল পুরচিঠি না মানার। রাস্তায় হোর্ডিং লাগানোর বিনিময়ে পুজোর সময় বাড়তি আয় হয় পুরসভার। সেখানেও ঢুকে পড়ল দাদাগিরি।

**সোমবার :** আগুন আর বিস্ফোরণের কিলার সিরিয়াল চলছে

রাজ্য জুড়ে। বাগরি, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, নাগেরবাজার, কাজিপাড়ার সঙ্গে যুক্ত হল সোনারপুরের বাজি কারখানার বিস্ফোরণ। সবরকম লাইসেন্স থাকলেও লোকালয়ে অবস্থিত এই কারখানা কেড়ে নিল প্রাণ।

**মঙ্গলবার :** দীর্ঘ অপেক্ষার পর স্থায়ী উপাচার্য পেল বিশ্বভারতী।

নয়া উপাচার্য হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। আগের উপাচার্যকে ২০১৬ সালে বরখাস্ত করে কেন্দ্র।

**বুধবার :** ছোটদের স্কুলে যৌননিগ্রহ, অভিযুক্ত শিক্ষক। এই

ছবি সমাজের চরম লজ্জার হলেও তা ফের ফিরে এল ঢাকুরিয়া বিনোদিনী স্কুলে। চলল ভাঙচুর, নিগ্রহ, পুলিশের লাঠি। কোণঠাসা শিক্ষা।

**বৃহস্পতিবার :** প্রায় বছরখানেক পর ফের বড় রেল দুর্ঘটনা ঘটল

উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলির হরচন্দপুর স্টেশনের খুব কাছে। প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে দিল্লিগামী নিউ ফারাক্কা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনসহ পাঁচটি বগি ছিটকে গেল লাইন থেকে। মৃত্যু হল ৬ জনের। আহত কুড়ি।

**শুক্রবার :** গঙ্গা শোধনের দাবিতে চারমাস ধরে অনশনরত

জিডি আগরওয়াল ৮৭ বছর বয়সে চলে গেলেন পরলোকে। গত ২২ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসেছিলেন।চেয়েছিলেন গঙ্গা রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন করুক কেন্দ্র।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

## আসছে ২১ অক্টোবর ● আসছে আজাদী স্বাধীনতা দিবস

# মহাচুরির হদিশ চাই

**ওঙ্কার মিত্র**

চুরি–ডাকাতি–কেলেঙ্কারি ভারতবর্ষের দীর্ঘ পরম্পরা। গবেষকদের মতে প্রথমে কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসনে এই পরম্পরার বীজ পোঁতা হয় সনাতন ভারতের মাটিতে। তাঁদের মতে এদেশে ঘুষের জন্মও বিদেশি শাসনের গর্ভে। কিন্তু তা ছিল প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের একচেটিয়া অধিকার। আপামর জনগণের মধ্যে দুর্নীতির বদরক্ত সেভাবে সঞ্চালিত ছিল না। কিন্তু যেনতেন প্রকারেণ স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়া ভারতীয় নেতারা যেদিন প্রজাতান্ত্রিক হলেন সেদিনই ঠিক করে ফেললেন দুর্নীতিটাকেও তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। স্বাধীন ভারতের প্রথম কর্ণধার উদাত্ত কণ্ঠে জাতির উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, দুর্নীতি করলে প্রকাশ্যে ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। তখন সকলে ধন্য ধন্য করলেও এখন বোঝা যায় সেটা ছিল 'দুর্নীতি' শব্দটার প্রথম 'মার্কেটাইজেশন'। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি ভারতবর্ষকে। একের পর এক কেলেঙ্কারির অধ্যায় রচিত হয়েছে স্বাধীন ভারতের প্রশাসনিক ইতিহাস। শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালের জিপ কেলেঙ্কারি দিয়ে। এরপর

**অকথিত অধ্যায়**

**আজাদ হিন্দ সেনানীদের নির্মম হত্যার অকথিত অধ্যায় আবিষ্কৃত হল বাংলাদেশের জিগারগাছায়। প্রতিবেদন আগামী সংখ্যায়।**

অগুন্তি কেলেঙ্কারির পথ পেরিয়ে ঠেকেছে নীরব মোদীদের নেওয়া ব্যাঙ্ক ঋণ দুর্নীতিতে। প্রজাতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সব কেলেঙ্কারির তদন্ত হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু সবই লোক দেখানো।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্বে নতুন সরকার হওয়ার পর কেলেঙ্কারির স্রোতে কিছুটা ভাঁটার টান লেগেছিল। এই বছর মরা গাঙে জোয়ার আনেন বিজয় মাল্য, নীরব মোদী, মেহুল চোস্কিরা। এখন ভাঁটার টানে বান ডাকাতে নেমে পড়েছেন কংগ্রেসের তরুণ তুর্কী সভাপতি। রাফাল বিমান কেনার চুক্তি নিয়ে শোরগোল তুলে কেলেঙ্কারির নয়া অধ্যায় খুলতে উদ্যোগী হয়েছেন রাহুল গান্ধি। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে এটাই তাঁর শেষ অস্ত্র। সাড়ে চার বছর বসে রয়েছেন ভারতের পরম্পরা কেলেঙ্কারির সন্ধানে। এবার পেয়ে গেছে রাফাল বিমান ক্রয়। কিন্তু মুশকিল হল নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে মহাজোটের কারিগররা কেউই রাফাল নিয়ে কংগ্রেস সভাপতির পাশে দাঁড়াচ্ছেন না। তাই প্রতিদিনই সুর চড়াচ্ছেন রাহুল। এমনকি আদালতে সেভাবে সুবিধা হয়নি দেখে প্রতিদিন চেঁচাচ্ছেন আর ভারতকে ফের এক দুর্নীতির জালে আবদ্ধ করতে চাইছেন। ভারতের কেলেঙ্কারির তালিকায় প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের দুর্নীতির সংখ্যা প্রচুর। বফর্স কামান নিয়ে তো রাজীব গান্ধি কুখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর পাঁচের পাতায়

# নিম্নচাপের ভ্রূকুটি, নাশকতার আশঙ্কা নিয়ে শুরু হচ্ছে পুজো

**কুনাল মালিক :** শাস্ত্রমতে এ বছর মা দুর্গা ঘোটকে আসছেন। যার ফল হল ছত্রভঙ্গ। আর মা যাবেন দোলায়। যার ফল মড়ক। কাকতালীয়ভাবে এবার পুজোর শুরুতেই 'তিতলি'র ভ্রূকুটি আর নিম্নচাপের বৃষ্টি, রাজ্যবাসীকে কিছুটা হলেও ছত্রভঙ্গ করেছে। পুজো কদিন ভালোভাবে কাটলে হয়! পুজোর কর্মকর্তা থেকে রাজ্য প্রশাসনও বেয়াড়া আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি নিয়ে চিন্তিত।

অন্যদিকে পুজোর কদিন আগেই কলকাতার কাছেই নাগেরবাজারে

*বারুইপুরে প্রকাশিত হল পুজো গাইড।* —নিজস্ব চিত্র

বিস্ফোরণ কাণ্ডের জের এখনও দগদগ করছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর পুজোর সময় ভিড়ে টানা মহানগরীতে জেহাদি জঙ্গিরা কিংবা মাওবাদীরা বড়সড় কোনও নাশকতা ঘটাতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে সতর্কও করেছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় পুজোর সময় কেন্দ্রীয় সংস্থার বিএসএফ উপকূলরক্ষী বাহিনী বাড়তি নজরদারি করবে। রাজ্য পুলিশ প্রশাসনও বিভিন্ন থানা এলাকাকে সতর্ক করেছে। কোনও এলাকায় অপরিচিত লোকের আনাগোনা হলে পুলিশকে জানাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে। বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় টাওয়ার করে সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারি করবে পুলিশ। ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ আর জঙ্গিহানার আশঙ্কার ত্র্যহস্পর্শ নিয়ে হচ্ছে এবারের পুজো। ভালোয় ভালোয় যেন পুজো কাটে আপামর বাঙালির, সব অশুভ শক্তির নিধন করে, মা যেন সকলের মঙ্গল করেন।

**উত্তর ২৪ পরগনা থেকে কল্যাণ রায়চৌধুরীর সংযোজন:** সমগ্র রাজ্য জুড়ে তিতলির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে চলছে শারদোৎসবের আয়োজন। তাতে সামিল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাও। লেক টাউনের শ্রীভূমির পুজো মণ্ডপ উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে কয়েকদিন আগেই দুর্গাপুজোর ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশও দিয়েছেন তিনি পঞ্চমীর আগের দিন থেকেই রাস্তায় নামার। একইসঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়কেও সুনিশ্চিত করার নির্দেশিকাও জারি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মর্মে উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনে সমস্ত ছুটি বাতিল করা হয়েছে। এসত্ত্বেও সাম্প্রতিক উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দমদমের নাগেরবাজারে ঘটা ভয়াবহ বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে একটা চাপা আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাবাসী সহ রাজ্যবাসীকে। যদিও এই বিস্ফোরণকে প্রশাসনিক স্তরে রাজনৈতিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তবুও ভয় কাটেনি সাধারণ মানুষের মনে।

# গণ ডেপুটেশন নার্সিংহোম মালিক সংগঠন

**মেহেবুব গাজী, কলকাতাঃ** নিজের নানান সমস্যার কথা জানোর উদ্দেশ্যে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে গণ ডেপুটেশন দিতে এসেছিলো জেলা নার্সিংহোম মালিক সংগঠন। হয়ে গেল ঠিকতার বিপরীত। বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালের সি এম ও এইচকে গণ ডেপুটেশন দিতে এসে খুশি জেলার নার্সিংহোক সংগঠনের মালিকগণ।

দীর্ঘদিন ধরে জেলায় ২০০ নার্সিহোম মালিকরা নানান সমস্যায় প।ছিলো সরকারি নির্দেশের জন্য। সরকারি নতুন নির্দেশিকার জন্য তদের নার্সিংহোম চালানোর অসুবিধা হচ্ছিলো। সেজন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে ঠিক হয় গণ ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য সেই মতো জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০০ টি নার্সিংহোম মালিক এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে এসেছিলো ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য। সিএমওএইচ এর কাছে

ডেপুটেশন দিতে যায় ১০ জনের একটি প্রতিনিধি দল। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর তারা বেরিয়ে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকে। জেলা নার্সিংহোম মালিক সংগঠনের সভাপতি পলাশ হালদার জানান, ২০১৭ সালে নতুন আইন অনুযায়ী তিনটি বেডে ৩ জন নার্স ও ৩ জন আরএমও রাখতে হবে সেটা আমাদের পক্ষে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। সে নিয়মটা শিথিল হয়েছে আরও বিভিন্ন দাবি যা ছিল সিএমওএইচ সাহেব আমাদের জানান, একটা চিঠি লিখে ২৯ তারিখে জমা করতে সেটা স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে আলোচনা করে আমাদের জানাবেন বলে কথা দিয়েছেন। এর পাশাপাশি জানায় যে সমস্ত নার্সিং হোমগুলো বিনা লাইসেন্সে চলছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্যে।

এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে জেলা সিএমওএইচ সোমনাথ মুখ্যোপাধ্যায় জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নার্সিংহোম সংগঠনের পক্ষ থেকে দশ জনের একটা প্রতিনিধি এসেছিলো। ওদের নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি লিখিত ভাবে ২৯ তারিখে একটা চিঠি দিতে বলেছি সেটা নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে আলোচনা করে জানাবো বলেছি।

# তামাক মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে একত্র শিক্ষকরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত হাবড়ার হাবড়া–১, হাবড়া–২ ব্লক এবং হাবড়া ও অশোকনগর–কল্যাণগড় সহ দুটি পুরসভার অন্তর্গত সকল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকস্তরীয় বিদ্যালয়ের প্রধান এবং সহশিক্ষক/শিক্ষিকা সহ ২০০ জনের বেশি অংশগ্রহণকারীদেরকে নিয়ে হাবড়ার প্রফুল্লনগর বিদ্যামন্দির বিদ্যালয়ে তামাক মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত বৃহস্পতিবার (১১ই অক্টোবর) যৌথভাবে একটি কর্মশালার আয়োজন করে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বিভাগ, নারায়ণী সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও সমবন্ধ হেলথ ফাউন্ডেশন।

সিগারেট ও অন্যান্য তামাক পণ্য আইন–২০০৩ (কোটপা–২০০৩) সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন করে স্কুল স্তরে এর বাস্তবায়ন করা, ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে তামাক

সেবন থেকে বিরত থাকার জন্য তামাক মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ।ে তোলা এবং স্কুল কর্মী/ অভিভাবক বা বন্ধুদের তামাকের ব্যবহার বন্ধ করতে বলার জন্য শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করাই ছিল এই কর্মশালার মুখ্য উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে ২.৩ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক ধোঁয়াযুক্ত বা ধোঁয়া বিহীন তামাক ব্যবহার করেন। পশ্চিমবঙ্গে তামাক সংক্রান্ত রোগের কারণে প্রতি বছর ১.৫ লাখ মানুষ মারা যায় এবং ৪৩৮ টি শিশু প্রতিদিনই তামাক সেবন শুরু করে, যা অবশ্যই একটি ভয়ংকর ঘটনা। অংশগ্রহণকারীদের সিগারেট এবং অন্যান্য তামাক পণ্য আইন (কোটপা) সম্পর্কে বলা হয় এই আইনগুলি সাধারণ জনস্থানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিজ্ঞাপন ও প্রচার, ১৮ বছরের কম বয়সীদের কাছে বা তাদের দ্বারা বিক্রি, স্কুলগুলির ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় এবং বিধিবদ্ধ সতর্কতা ছাড়াই তামাকজাত পণ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করে। সকল অংশগ্রহণকারীরা তামাক মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ধারনা এবং কৌশল তৈরির জন্য দলগত অনুশীলনে অংশ নিয়েছিলেন অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিক্ষক অত্যন্ত ইতিবাচক ভাবে এই প্রক্রিয়াটিতে অংশগ্রহণ করেন এবং জানান যে তামাক সংক্রান্ত সমস্যাকে বোঝার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তামাক বিরোধী প্রচারে এই ধরনের উদ্যোগ তাঁদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। এই কর্মশালায় সকল অংশগ্রহণকারী তামাক–বিরোধী অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

এই ধরনের কর্মশালা সারা রাজ্য জুড়েই তামাক মুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠনের দিকে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য স্কুল শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সহায়তা করবে।

উত্তর ২৪ পরগনার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভজিত চট্টোপাধ্যায়, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার বিজয়ী শিক্ষক সত্যজি বিশ্বাস এবং এই অনুষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক তথা উপ–পরিদর্শক সুজয় ঘোষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই কর্মশালা একটি সফল অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

এরপর তিনের পাতায়

**ছুটি**

দুর্গাপুজো এবং লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। আগামী ২০ অক্টোবরের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ২৭ অক্টোবর থেকে যথারীতি পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

**শুভেচ্ছা**

আলিপুর বার্তার সমস্ত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, বিক্রেতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের শারদোৎসবের শুভেচ্ছা।

# আরও বড় কারেকশন না এখান থেকেই মোড় ঘুরবে অপেক্ষায় লগ্নিকারীরা

**পার্থসারথি গুহ**

কিছুদিন আগেও কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছিল। ১২ হাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছিল,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। ফের একবার ১২ হাজার হয়ে হবে না আগে এটাই ছিল লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ১২ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়। ১২ হাজারের কাছাকাছি চলে আসা নিফটি হয়তো বড় মাপের সংশোধনীর হাত ধরে ২০–২৫ শতাংশ নিচে এসে ৯৮০০–৯৯০০ হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এখনও বলে চলেছেন কারেকশন মানে ১০–১২ শতাংশের বেশি কিছুতেই

**অর্থনীতি**

হবে না। বড়মাপের সংশোধনীতে যেতে এখনও নিফটিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। কথা হচ্ছিল ওষুধ নিয়ে। তা মার্কেট কারেকশন যদি নিফটিকে ১০ হাজারের কাছে নিয়ে আসে তখন হয়তো দেখা যাবে ফার্মা সেক্টর আর তেমন পড়ছে না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে যে সব ফার্মা কাউন্টার তাদের ৫২ সপ্তাহ 'লো'কে ছুঁয়েছে তারা হয়তো আর ৫–৭ শতাংশ নিচে আসতে পারে। তার থেকে বেশি নিচে আসা মুশকিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বের

অর্থনীতিতে যে সাময়িক মন্দা দেখা দিয়েছে তা যত দ্রুত কাটবে ততটাই তাড়াতাড়ি ভারত সহ অন্যান্য বাজার শুধরে যাবে। আর সেই কারেকশন বিশ্বব্যপী যতটাই দীর্ঘায়িত হবে ততটাই নিচের দিকে ঝোঁক থাকবে তামাম বাজারের। যথারীতি ভারতের বাজারেও আপাতত এই চড়াই–উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবে। এরকম অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই অর্থবাজারে ট্রেড করতে হবে খুব সাবধানে। কম দামে পাচ্ছি বলে হামলে কেনা যেমন চলবে না, তেমনই ভালো শেয়ার ঠিকঠাক দাম না পেলে বিক্রি করাটাও ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে সেটা হল সাপোর্টের জায়গায় বারংবার কেনো আর রেজিস্ট্যান্স দেখলেই বেচো। এই নীতি চালিয়ে যেতে হবে ততদিন যতদিন বাজার পুরোপুরি ঠিক হচ্ছে না। এই অস্থিরতা যেমন আশঙ্কা জাগাবে পদে পদে, ঠিক তেমনই ট্রেডিংয়ের নানা কলাকৌশলেও রপ্ত করে তুলবে সাধারণ লগ্নিকারীদের। এরসঙ্গে আগামী কয়েকটা মাস খুব গুরুত্বপূর্ণ ভারতের শেয়ার বাজারের কাছে। কারণ আর ২ মাসের মধ্যেই বিধানসভা ভোট রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় সহ ৫ রাজ্যে। এই নির্বাচনকে এই মুহূর্তে ধরা হচ্ছে আগামী লোকসভা ভোটের অ্যাসিড টেস্ট। যদি এতে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি ঠিকঠাক উত্তীর্ণ হতে পারে তবে বাজার খুব নিচে তো যাবেই না, বরং ফের আগের উচ্চতাকে চ্যালেঞ্জ করবে। উলটোটা হয়ে যদি বিজেপির হার হয় (গো–হারান হার কথাটা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য) তবে কিন্তু ভারতীয় শেয়ার বাজারের দফারফা হয়ে যেতে বাধ্য।

এই মুহূর্তে হয়তো নিফটি আরও খানিকটা নিচে আসলেও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে ৯৭০০–৯৮০০ হবে খুব আকারের সাপোর্ট। অবশ্য এটা তখনই হবে যখন ১০ হাজার ভাঙবে। তার আগে হয়তো বারবার ১০ হাজারের মানসিক সাপোর্ট নিয়ে বাজার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। আর রেজিস্ট্যান্স বলতে আপাতত ১০,৭০০–১০,৮০০। অর্থাৎ ওপর নিচ মিলিয়ে ১ হাজার পয়েন্টের একটা জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করবে সূচক। যতক্ষণ ওপরের জায়গাটার ওপর নিফটি না দাঁড়াতে পারছে সাবলীলভাবে ততদিন ওপরে গেলে বেচতে হবে একাধিকবার। আর ১০,৪০০–র কাছেপিঠে (অবশ্যই কড়া স্টপ লস দিয়ে) কিনে নিতে হবে সেটা। সতর্ক থাকতে হবে সবসময়। যাতে যে কোনও সুযোগেই মাঝেমধ্যে মুনাফা তুলে নেওয়া যায়।

## সাপ্তাহিক রাশিফল

### নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**১৩ অক্টোবর – ১৯ অক্টোবর, ২০১৮**

**মেষ :** ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে, ভ্রমণযোগ রয়েছে।

**বৃষ :** ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন, বুদ্ধির ভুলে নিজের ক্ষতি নিজেই করে ফেলবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি করতে সক্ষম হবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে।

**মিথুন :** শরীর নিয়ে আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা।

**কর্কট :** উপযাজক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ঠান্ডাজনিত পীক্ষায় ও পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষাক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে।

**সিংহ :** কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। নতুবা অসম্মানিত হতে হবে। দায়িত্বমূলক ও যোগাযোগমূলক কাজে বাধা এলেও সাফল্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিকবিষয়ে শুভফলেরযোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মনের মত ফল পাবেন না।

**কন্যা :** বিবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে সপ্তাহটি অতিক্রান্ত করতে হবে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

**তুলা :** প্রেম প্রীতির বিষয়ে সমটি অতীব শুভদায়ক। গৃহভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য মনের মত ফল পাবেন না। নতুন কোনও ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না।

**বৃশ্চিক :** মনে শান্তি পেতে হলে ইষ্টনাম জপ করুন। পূর্ব পরিকল্পিত দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। লেখাপড়ায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। ঠান্ডা জনিত পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

**ধনু :** অশুভের মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার সৃষ্ট হতে পারে। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। খাওয়া দাওয়ায় সংযম হতে হবে। কর্মস্থলে শান্তিতে কাজ করতে পারবেন না। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে আপনি মনোনিবেশ করতে পারবেন না।

**মকর :** শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তেমনি শুভফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে তেমন ভালো ফল আশা করা যায় না। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে না। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে।

**কুম্ভ :** আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। বন্ধু বান্ধবদেরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। মামলা–মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। লেখাপড়ার ফল ভালো হবে। গৃহভৃত্যের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ।

**মীন :** গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, শিক্ষণক্ষেত্রে উচ্চমার্গের ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গলার রোগে কষ্ট পেতে পারেন। আয় ভালই হবে। তবে একটু বিলম্ব হবে, কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে জল থেকে সাবধান থাকবেন।

## সেনাবাহিনীতে গ্র্যাজুয়েট তরুণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কিছু গ্র্যাজুয়েট তরুণ নেবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। নিয়োগ হবে হাবিলদার (সার্ভেয়র অটোমেটেড কার্টোগ্রাফার) পদে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি এস সি অথবা বিএ ডিগ্রি। স্নাতকে একটি বিষয় হিসেবে গণিত পড়ে থাকতে হবে। উচ্চমাধ্যমিকে মূল তিনটি বিষয় হিসেবে অঙ্ক, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পড়ে থাকতে হবে। বিই, বিটেক ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য।

বয়স : ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক : পশ্চিমবঙ্গের তরুণদের ক্ষেত্রে উচ্চতা অন্তত ১৬৯ সেমি, বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে হতে হবে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি, ওজন ৫০ কেজি।

**কাজের খবর**

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকে ৬ মিনিট ২০ সেকেন্ডে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ৬টি পুশ আপ, জিগজ্যাগ ব্যালেন্স ও ৯ ফুট লঙ জাম্প (ডিচ)।

দু'টি পত্রের লিখিত পরীক্ষায় মোট ২০০ নম্বরের প্রশ্ন হবে। প্রথম পত্রে অঙ্কের মোট ৫০টি প্রশ্ন হবে। দ্বিতীয় পত্রে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি মিলিয়ে মোট ৫০টি প্রশ্ন হবে। প্রতি প্রশ্নের নম্বর ২। ভুল উত্তরের জন্য নেভেটিভ মার্কিং হবে। প্রতি পত্রের পাশ নম্বর ৪০।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindianarmy.nic.in ৩ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রস্তুতির সুবিধার জন্য আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল।

খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

## অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশনে অটোমোবাইল ট্রেনিং

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** টু–হুইলার ও থ্রি–হুইলার রিপেয়ারিং ও মেন্টেন্যান্সের প্রশিক্ষণ দেবে অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন। পুরুষ–মহিলা উভয়েই প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ক্লাস এইট পাশ হলেই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ১৫ নভেম্বর। সপ্তাহে ৫ দিন ক্লাস।

**ক্লাস এইট পাশ হলেই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে**

শেখানো হবে ভেহিক্যাল অ্যাসেম্বলিং, মেকানিক্যাল ব্রেক, হাইড্রলিক ডিস্ক ব্রেক, ইঞ্জিন রিপেয়ারিং, সেলফ স্টার্ট, ডিজিটাল কালেকশন, রিমোট সিস্টেম ইত্যাদি। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওয়ার্কশপে নিউমেট্রিক গান ও র‍্যাম্পের মাধ্যমে কাজ শেখানো হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষা হবে। পরীক্ষায় সফল হলে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে।

প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে ভেহিক্যাল রিপেয়ারিংয়ের উপযোগী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে বলে সংস্থাতর তরফে জানানো হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের চাকরির সুযোগও রয়েছে।

প্রশিক্ষণ হবে ধুলাগড়ে অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশনের ক্যাম্পাসে।

আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহীরা সপ্তাহের কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায় : অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন (সেডি), সাঁকরাইল, ধূলাগড়, হাওড়া। ফোন : ৯৬৮১৪ ৬৪১৫৬, ৮২৪০৮৫০১৮১।

## পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্টে চাকরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট ম্যানেজার, সাব–ডিভিশন প্রোজেক্ট ম্যানেজার, প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট–কাম–ডেটা এন্টি অপারেটর এবং ব্লক লেভেল স্টাফ পদে বেশ কিছু কর্মী নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট। উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের অধীনে ১ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে। রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দারাই আবেদন করতে পারবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ET/O/PBSSD–04/2016/843.

পদ অনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট ম্যানেজার : যে–কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সঙ্গে অন্তত ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। মাইক্রোসফট অফিস, ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট ও এক্সেলের ব্যবহার জানতে হবে। সাবলীলভাবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখতে ও বলতে পারা চাই। দল পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বেতন : প্রতি মাসে ২৫,০০০ টাকা।

এই পদের জন্য প্রতি জেলা থেকে ১ জনকে নিয়োগ করা হবে।

সাব–ডিভিশন প্রোজেক্ট ম্যানেজার : যে কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সঙ্গে অন্তত ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। মাইক্রোসফট অফিস, ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট ও এক্সেলের ব্যবহার জানতে হবে। সাবলীলভাবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখতে ও বলতে পারা চাই। দল পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বেতন : প্রতি মাসে ২০,০০০ টাকা।

এই পদের জন্য প্রতি সাব–ডিভিশন থেকে ১ জনকে নিয়োগ করা হবে।

প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট–কাম–ডেটা এন্ট্রি অপারেটর : কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে স্নাতক, সঙ্গে প্রতি মিনিটে অন্তত ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকা চাই। মাইক্রোসফট অফিস, ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট ও এক্সেলের ভাষায় লিখতে ও বলতে পারা চাই। বেতন : প্রতি মাসে ১১,০০০ টাকা।

এই পদের জন্য প্রতি জেলা ও সাব–ডিভিশন থেকে ১ জনকে নিয়োগ করা হবে।

ব্লক লেভেল স্টাফ : কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে স্নাতক। সাবলীলভাবে বাংলা ও স্থানীয় ভাষায় লিখতে ও বলতে জানা চাই। ঘুরে ঘুরে কাজ করার মানসিকতা থাকা চাই এবং তৃণমূল স্তরের প্রশিক্ষকদের সহায়তা দেওয়ার মতো দক্ষতা থাকতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১২,০০০ টাকা।

এই পদের জন্য প্রতি ব্লক থেকে ১ জনকে নিয়োগ করা হবে।

বয়স : সবক'টি পদের ক্ষেত্রেই ১–১২–২০১৮ তারিখে ২৩ থেকে ৪৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। রাজ্যের তফসিলি এবং ওবিসি প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই তিন ওয়েবসাইটের যেকোনও একটির মাধ্যমে : https://pbssd.webscte.co.in, www.wbtetsd.gov.in, www.pbssd.gov.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর।

দরখাস্তের পদ্ধতি–সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলি।

## সেনাবাহিনীতে ধর্মীয় শিক্ষক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৯৪ জন ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ৮৭ ও ৮৮ নম্বর কোর্সে ট্রেনিং দিয়ে পণ্ডিত, গ্রন্থী, পাদ্রী ও মৌলবি (সুন্নি) ক্যাটেগরিতে নিয়োগ করা হবে। জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার পদে নিয়োগ হবে। শুধু ছেলেরা আবেদন করবেন। অফিসার পদে নিয়োগ হবে। শুধু ছেলেরা আবেদন করবেন।

শূন্যপদ : পণ্ডিত ৭৮টি, পণ্ডিত (গোর্খা) ৩টি, গ্রন্থী ৬টি, মৌলবি (সুন্নি) ৫টি, পাদ্রী ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : পণ্ডিত ও পণ্ডিত (গোর্খা) পদের ক্ষেত্রে সংস্কৃতে আচার্য অথবা সংস্কৃতে শাস্ত্রী উপাধি এবং সেইসঙ্গে 'করম কাণ্ড' –এ ডিপ্লোমা। প্রার্থীকে হিন্দু হতে হবে।

মৌলবি (সুন্নি) ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে আরবিতে মৌলবি আলিম অথবা উর্দুতে আদিব আলিম। প্রার্থীকে মুসলিম হতে হবে।

গ্রন্থী ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে শিখ প্রার্থীর 'জ্ঞানী' উপাধি থাকতে হবে।

পাদ্রী ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে খ্রিস্টান প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'প্রিস্টহুড'–এ দীক্ষিত হতে হবে এবং আঞ্চলিক বিশপ কর্তৃক অনুমোদিত তালিকাভুক্ত হতে হবে।

সব ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে হবে।

বয়স : ১–১০–২০১৯ তারিখে ২৫ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ১–১০–১৯৮৫ থেকে ৩০–৯–১৯৯৪–এর মধ্যে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৬০ সেমি (পণ্ডিত–গোর্খা ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ১৫৭ সেমি), বুকের ছাতি ৭৭ সেমি এবং অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। ওজন অন্তত ৫০ কেজি। (পণ্ডিত–গোর্খা ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৪৮ কেজি)।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। দু'টি পত্রে লিখিত পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা ২৪ ফেব্রুয়ারি। প্রথম পত্রে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস–সংক্রান্ত অবজেক্টিভ টাইপ ও দ্বিতীয় পত্রে সংশ্লিষ্ট ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন হবে। প্রতি পত্রের মান ১০০। উভয় পত্রেই ৫০টি করে প্রশ্ন হবে। প্রতি প্রশ্নের মান ২। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ১,৬০০ মিটার (১.৬ কিমি) দৌড়। ৩০ বছরের মধ্যে বয়স হলে ৫ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড এবং ৩০ বছরের বেশি বয়সের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাড়ে ৬ মিনিটে দৌড় সম্পূর্ণ করতে হবে।

র‍্যালির মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই হবে। দেশের সবক'টি হেড কোয়ার্টার্স রিক্রুটিং জোন অফিস র‍্যালি পরিচালনা করবে।

পণ্ডিত, গ্রন্থী, পাদ্রী ও মৌলবি (সুন্নি) ক্যাটেগরির প্রার্থীদের অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindianarmy.nic.in ৩ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। 'JCO/OR'–এ ক্লিক করলে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পাওয়া যাবে। এটি পূরণ করার পরে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে। ই–মেল আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে দরখাস্তের প্রিন্ট আউট নিয়ে রাখবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। র‍্যালির সময় কাজে লাগবে। ৩ নভেম্বরের পরে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে চোখ রাখবেন। রোল নম্বর পাওয়া যাবে। র‍্যালির আগে অ্যাডমিট কার্ডও ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকেই।

পণ্ডিত (গোর্খা) ক্যাটেগরির প্রার্থীদের কাগজে–কলমে দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করা যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। এটির প্রিন্ট আউট নিয়ে পূরণ করবেন। তাঁরা দরখাস্ত জমা দেবেন এই ঠিকানায় : Gorkha Recruiting Depot, Kunraghat, PIN–901108, C/o 56 APO. প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ দরখাস্ত ডাকে জমা দিতে হবে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে। খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

## শব্দবার্তা ১০০

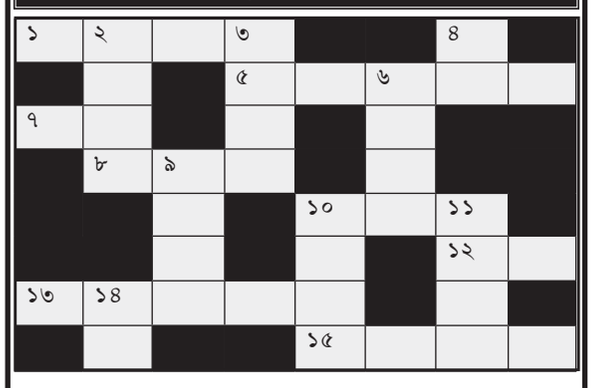

**শুভজ্যোতি রায়**

**পাশাপাশি**

১। একবার রটে গেলে আর ফিরে আসে না ৫। 'বাবুদের —, হাবুদের ডালকুকুরে...' ৭। অভাবজনিত তীব্র বেদনা ৮। চর্মকার, মুচি ১০। বিরাগ ১২। প্রামানিক কাগজপত্র ১৩। শালিবাহন রাজা ১৫। বাহুল্য।

**উপর–নীচ**

২। আধপাকা ৩। মতের অমিল ৪। আদরের 'কাকা' ৬। ইনাম ৯। সাবাস, বাহবা ১০। চমৎকার, অপূর্ব ১১। শৈশব, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব ১৪। বৃক্ষ।

**সমাধান : শব্দবার্তা ৯৯**

**পাশাপাশি :** ১। বড়দাদা ৩। খরচ ৪। নদেরচাঁদ ৫। করতাল ৭। সরকার ৯। জনমজুর ১০। বক্কাল ১১। জলাধার।

**উপর–নীচ :** ১। বকবক ২। দাবানল ৩। খবরদার ৬। তাজমহল ৭। সরসিজ ৮। রত্নাকর।

**আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬**

## কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **আজাদগড় পোস্টঅফিস** – শম্ভু ভট্টাচার্য ● **নেতাজীনগর** – অনিমেষ বিশ্বাস ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, জ্যোতিবোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **যাদবপুর** – ৮বি বাসস্ট্যান্ড কুণ্ডু বুকস্টল, রতন ● **ক্যানিং স্টেশন**–বলরাম দেবনাথ ● **বাটানগর** – জয়দেব মণ্ডল ● **মগরাহাট স্টেশন** – ক্ষিতীশ মণ্ডল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–শশধর পাত্র ও সুমনা পাত্র ● **কাকদ্বীপ স্টেশন**–সুভাশিস দাস, খোকন পাত্র ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, দীপক, গুপী ● **ফরিয়াপুকুর**–চক্রবর্তী বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **চিড়িয়া মোড়**–স্বপন বুকস্টল ● **বরাহনগর**–রথীন দে ● **বরাহনগর বাজার**–দীপক বুকস্টল ● **শ্যামপুকুর স্ট্রিট** – শ্যামল দা ● **মুচিবাজা**–পলাশ হালদার ● **বিরাটি** – তপন ● **এয়ারপোর্ট**–সুকুমার ● **তেঘোরিয়া** – সন্টু ● **১৫ নম্বর বাসস্ট্যান্ড**–শ্যামল ● **কালিন্দী**–বিশু সাহা ● **নাগের বাজার**–অরুণদা ● **দমদম** অটোস্ট্যান্ড–সুজয় ● **হাডকো মোড়**– জে এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–শম্ভু বুকস্টল, যোতীন সরকার, সুমিতদা, সৌমিত্র চক্রবর্তী ● **উল্টোডাঙা** – ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স শিবু ● **বাগবাজার** – লক্ষ্মণ দা ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – উমেশ সিং ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **উত্তরপাড়া ৩ নং প্লাটফর্ম**– সাধন দা ● **লিলুয়া বাজার** – জীবন পাল ● **বেলুড় জিটি রোড** – সন্দীপ সাহা ● **আহেড়িটোলা** – মাধাই বর্মন ● **আমতা থানামোড়** – সুমিত সাহা ● **মুন্সিরহাট গভঃ বাসস্ট্যান্ড** – বিকাশ খোটেল ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

# কৃষি কর্মশালা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বর্তমানে গ্রামীন মানুষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্প নিয়ে যেমন কৃষিভিত্তিক জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো–মানব সভ্যতার এই চারটি স্তরের উপর খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত করার জন্য কর্মশালা শুরু করেছে। যেহেতু গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ আমরা অতি উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কৃষিকাজের মাধ্যমে তাদের আয় সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করব।

বিসিকেবি এবং অন্যান্য কৃষি বিজ্ঞানীদের নিয়ে গ্রামের ছাত্রদের

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে গ্রামের ছাত্রদের মেধাকে আমরা যোগ্য করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে এবং জেলার একটি করে ট্রমা কেয়ার, অ্যাম্বুলেন্স ও ভ্রাম্যমান মেডিকেল ইউনিট চালু করার উদ্যোগী হয়েছি বললেন সংস্থার কর্তা। সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে ল্যাম্পপোস্টের মাধ্যমে সাজানোর চেষ্টা করা এছাড়া বর্জ্য পদার্থের পুনঃব্যবহারের উপযোগী প্রাকৃতিক জ্বালানীর বদলে ইথানলের ব্যাপক ব্যবহার ভূগর্ভস্থ বৃষ্টির জল সঞ্চয় ও অন্যান্য আর্থ সামাজিক পরিকল্পনা নিয়েছে তারা সেই নিয়ে ৩ অক্টোবর ১৩ হাজার কৃষককে নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করেছিল তারা। সকলের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠান সার্বিক ভাবে সম্পন্ন হয়। **ছবি : উৎপল কুমার রায়**

# একযোগে স্কুল শিক্ষকরা

প্রথম পাতার পর

অশোকনগরের মাননীয় সাংসদ ধীমান রায় বলেন, তামাক মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এই চমৎকার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সমবন্ধ হেলথ ফাউন্ডেশনের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং সকল শিক্ষকদের এগিয়ে এসে এই সাধু উদ্যোগকে দিশা দিতে এবং শিক্ষার্থীদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ করতে আবেদন করছি। আরও চাইছি তামাক থেকে দূরে থেকে শিক্ষকেরা নিজেরাও যেন শিক্ষার্থীদের কাছে এই ব্যাপারে মডেল হয়ে উঠতে পারেন।

নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের অঙ্কোলজিস্ট ডা. অপূর্ব গর্গ তামাকের ব্যবহারের ফলে ভুক্তভোগী পরিবারের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি ক্যান্সার ও তামাক ব্যবহারের সতর্কতা সংক্রান্ত সংকেতের উপর আলোচনায় জোর দেন। তিনি বলেন, আমার রোগীরা, যারা মুখের ক্যান্সারের ফলে অপারেশন করাতে বাধ্য হন, তাদের পরিবারের বিশাল আর্থিক ক্ষতির সাথে সাথেই তারাও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাদের অধিকাংশই এক বছরের আগেই মারা যান। কেন তারা তামাক ব্যবহার করেছেন, এটা ভেবে তাদের সকলকেই অনুতপ্ত হতে দেখা গেছে।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শিবপ্রসাদ মুখার্জী বলেন, আমাদের, আমার এবং নন্দিতা রায়ের দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে সবসময়ই মনে হয়েছে যে আমাদের যে কোনও কাজে সবসময় একটি বার্তা থাকা উচিত যা আসলে মানুষের জীবনকে ভালোর দিকে প্রভাবিত করবে। চলচ্চিত্র যেহেতু অনেক মানুষকে ছুঁয়ে যায়, তাই আমরা আমাদের আসন্ন চলচ্চিত্র কণ্ঠকে তামাক ব্যবহারের বিরুদ্ধে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। তামাক মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মী এবং পিতামাতাদেরকে তামাক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য অনুপ্রেরণা দিতে ও সংবেদনশীল করে তুলতে তামাক–বিরোধী প্রচার শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আমরা পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা বিভাগের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং অনুরোধ করছি।

# ক্যানিং আদালতের প্রস্তুতি শুরু

**সুমনা সাহা দাস :** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ এবং জনসংখ্যায় দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা হিসাবে পরিচিত। পাঁচটি মহকুমায় বিভক্ত এই বিশালাকার জনঘনত্বের জেলায় বিচার ব্যবস্থার জন্য ভরসা কেবল আলিপুর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। এই দায়িত্বকেই ভাগ করে বিচার ব্যবস্থায় দ্রুততা আনতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নির্মিত হতে চলেছে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও ফৌজদারি আদালত। সুন্দরবনের ক্যানিং সাবডিভিশনে এই উদ্যোগের কাজ শুরুর প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও,ক্যানিং পশ্চিমকেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলসহ বিশিষ্ট আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ক্যানিং–এর এসডিও ভবনে একটি জরুরি প্রশাসনিক বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও জানান, আদালতের নির্মাণ কাজ অনুমোদন পেলেও এখনও পর্যন্ত ভবন তৈরি না হওয়ায় আলিপুর থেকেই এই কাজ চলছে। ৫.৯৬ একর জমিতে এই আদালত ভবন তৈরি করা হবে। পুজোর আগেই জমি ও অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরি করে সরকারকে জমা করা হবে যাতে দ্রুত কাজ শুরু করা যায়। এখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ট্রেজারি সবকিছু রয়েছে, কিন্তু বিচার ব্যবস্থার সেটআপ নেই। তাই এই আদালত নির্মিত হলে এখানকার মানুষের অনেক ভাল হবে।

# তৃণমূল কার্যালয়ের দেওয়ালে বিজেপি লেখায় চাঞ্চল্য

দেবাশিস রায়, কাটোয়াঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসের ঝাঁ চকচকে দেওয়ালে বিজেপি, ভিএইচপি ও জয় শ্রীরাম লেখা। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ২ নং ব্লকের মেঝিয়ারী এলাকায়। ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব বিজেপির বিরুদ্ধে নোংরামির অভিযোগ তুলেছেন। তবে, জেলা বিজেপি নেতৃত্ব নোরাংমির অভিযোগ অস্বীকার করে বিষয়টিকে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব জনিত ফল বলে পাল্টা মন্তব্য করেছেন।

মেঝিয়ারীতে কাটোয়া ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের একটি কার্যালয় রয়েছে। দিনকতক আগে সকালবেলায় এই কার্যালয়ের দেওয়ালের বাইরের একটি অংশে ইংরেজিতে বিজেপি এবং ভিএইচপি সহ হিন্দিতে জয় শ্রীরাম লেখা দেখতে পান স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব সহ এলাকার বাসিন্দারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই খবর পৌঁছে যায় জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,

মেঝিয়ারীতে দলীয় এই কার্যালয়টির রাশ সম্পূর্ণভাবে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্নের কর্মী তথা যুবনেতা অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। যে কারণে অরিন্দমবাবুকে প্রায়শই ওই কার্যালয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হতে আসতে হয়। অন্যদিকে, বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মঙ্গলকোট বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় পর্যবেক্ষক অনুব্রত মণ্ডল এই অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়কে নয়া দায়িত্ব দেওয়ায় তাঁর গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে শুরু করেছে। অনুব্রতবাবু দলের কাজের সুবিধার জন্য এই যুবনেতাকে মঙ্গলকোট বিধানসভা কেন্দ্রের মোট পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়ার কয়েকদিন পরেই এই ঘটনাটি ঘটায় গ্রাম্য রাজনীতিতে বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মেঝিয়ারীতে আমাদের দলীয় কার্যালয়ের দেওয়ালে নোংরামি করেছে বিজেপি। এভাবে দেওয়ালে বিজেপি, ভিএইচপি, জয় শ্রীরাম লিখলেই কি তৃণমূলকে ভয় দেখানো যায়? আমাদের দল মা মাটি মানুষের দল। বিজেপির এরকম নোংরামি করলে মানুষই তার জবাব দেবে।

বিজেপির সাংগঠনিক কাটোয়া জেলার সাধারণ সম্পাদক শিশির ঘোষ বলেন, বিজেপি কখনও এধরনের নোংরামি করে না। আর এটা আমাদের কালচার নয়। এই কালচারে অভ্যস্ত তৃণমূল কংগ্রেসীই। মেঝিয়ারীতে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসের দেওয়ালে বিজেপি'র নাম লিখে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এসব তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বেরই ফল। তৃণমূলের এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর অফিসের দখল নিতেই এমন ষড়যন্ত্র। তবে অরিন্দমবাবু বলেন, আমাদের দলের এখানে কোনও গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নেই। বিজেপি এই ঘটনার দায় ঝেড়ে ফেলতেই তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের গল্প ফেঁদেছে।

# বজবজে বস্ত্র বিতরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ৮ অক্টোবর মহালয়ার দিন বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ডোঙাড়িয়া তরুণ সংঘের ভিড়ে ঠাসা মাঠে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত অর্থ থেকে পুজোর উপহার হিসাবে বস্ত্র বিতরণ করলেন। ১১টি অঞ্চলের প্রায় ২০০০ দুঃস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেন। এদিন সাংসদ বলেন, এলাকার মানুষের দুর্দিনে তিনি পাশে থাকতে চান। উন্নয়ন ও সরকারি পরিষেবাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িক শক্তি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে কোনওদিনই মাথা তুলতে পারবে না। সর্ব ধর্ম সমন্বয় বাংলার ঐতিহ্য। এদিনের সভার আয়োজন ছিল চোখে পড়ার মতো। এতবড় এবং পরিপূর্ণ সভা এই ব্লকে আগে হয়নি। এর জন্য অবশ্যই বজবজ–২ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি তথা

বজবজ–২ নম্বর ব্লকের পর্যবেক্ষক শ্রীমন্ত বৈদ্যের দক্ষ পরিচালনাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। সেই সঙ্গে তরুণ সংঘের সম্পাদক কৃষ্ণ মণ্ডলকেও ধন্যবাদ জানাতে হয়। অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, সোনালী গুহ, সওকাত মোল্লা, রীতা মিত্র, সহসভাপতি বুচান ব্যানার্জী প্রমুখ।

# অপু–দুর্গার খোঁজে ওরা

**অভীক মিত্র :** পুজো এলে বাঙালির মনের কোণে ভেসে ওঠে 'পথের পাচাঁলী'র অপু–দুর্গার কথা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'বীরভূম স্নেহ'র উদ্যোগে এবং জগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহযোগিতায় ৬ অক্টোবর বিকালে আঙ্গারগড়িয়া

বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একশোজন জনজাতি দুঃস্থ পরিবারের শিশুদের হাতে পুজোর নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন আঙ্গারগড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান সোনালী বাগ্দী, ডঃ অশোক ভট্টাচার্য্য, জগদীশচন্দ্র ঘোষ। 'ক্ষুদে ক্ষুদে শিশুরা পুজোর আগে তাদের নতুন পোশাক পেয়ে খুবই আনন্দিত' বলে জানান 'বীরভূম স্নেহ' কর্ণধার শ্রীকান্ত ঘোষ। বোলপুর মহকুমার নানুর, লাভপুর, আমনাহার, খয়েরবুনী, সরিপা, কুচঁলি, আমডহরা, গোলটিকুরি সহ বিভিন্ন গ্রামের আদিবাসীপাড়ার দুঃস্থ বাচ্চাদের নিয়ে বেশ কয়েকমাস ধরে সমীক্ষা করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ইন্দাশ জয়দুর্গা রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র সদস্যরা। সোমবার থেকে সেইসব দুঃস্থ বাচ্চাদের হাতে নতুন জামা তুলে দেওয়া হয়। একহাজার শিশুকে পুজোর আগে নতুন জামা দেওয়া হবে বলে জানান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ইন্দাশ জয়দুর্গা রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' কর্ণধার শিক্ষক অশোক মণ্ডল।

# মালগাড়ির তলা দিয়ে ঝুঁকির পারাপার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বর্ধমান–সাহেবগঞ্জ লুপলাইনের অন্তর্গত বীরভূম জেলার উত্তর দিকে শেষ রেলস্টেশন 'রাজগ্রাম'। রাজগ্রাম স্টেশনের ফুটওভারব্রিজে 'বিপজ্জনক' সাইনবোর্ড ঝোলানো হয়েছে। ফলে রাজগ্রাম স্টেশনের দুই নং প্ল্যাটফর্ম থেকে তিন নং প্ল্যাটফর্ম যাওয়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। রাজগ্রাম পশ্চিম থেকে পূর্ববাজার যাবার পথমাত্র এই ওভারব্রিজ। সেটা বন্ধ থাকায় নাজেহাল এলাকাবাসী। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাধ্য হয়ে রেল পারাপার করছে ট্রেনযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষজন। নেই কোনও বিকল্প ব্যবস্থা। মালগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকায় মালগাড়ির তলা দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপজ্জনকভাবে পারাপার করছে। মালগাড়ির তলা দিয়ে পার হওয়ার সময় একটি বাচ্চাছেলে মাথায় গুরুতর আঘাত পায় বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন স্টেশন মাস্টার। সাবওয়ে তৈরির দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসীরা। কবে সমস্যার সমাধান হবে সেদিকে তাকিয়ে রাজগ্রামবাসী।

# বোমা উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** লাঙ্গুলিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের অদূরে মাঠ থেকে উদ্ধার হল আটটি তাজা বোমা এবং সুতলি। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

পুজোর চালচিত্র
দঃ ২৪ পরগনা

# পারিজাত সংঘে বরফের দেশে দুর্গা মন্দির

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা এলাকার বারাতলা গ্রামের পারিজাত সংঘ এবারেও 'বরফের দেশে দুর্গা মন্দির' শীর্ষক থিম করে সকলকে চমকে দেবে। ক্লাবের মাঠে ৬০ ফুট উঁচুতে দুর্গা মন্দির তৈরি হচ্ছে। বরফের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি ভেসে মূল মন্দিরে উঠতে হবে। থার্মোকল, প্লাই, প্লাসটার অব প্যারিস ইত্যাদি সামগ্রী দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। বরফের ঠাণ্ডা উপভোগ করা যাবে মণ্ডপে। মন্দিরের ভিতরে বসছে এসি মেশিন। প্রতিমা তৈরি করছেন উত্তম ও কুন্তল জানা। মণ্ডপ সজ্জায় রণজিৎ প্রামাণিক, আর্ট ও রূপায়ণে ইন্দ্রজিৎ দাস। পারিজাত সংঘের সম্পাদক তপন হালদার জানান, ৩২তম বর্ষে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্রতিদিনই অনুষ্ঠান মঞ্চে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে। পূজা কমিটির অন্যতম সদস্য অরবিন্দ মণ্ডল জানালেন, এবার পূজার দিনগুলি নজরদারি করতে আমাদের মণ্ডপে সিসিটিভি বসছে।

# প্রবর্তনে কচিকাঁচাদের প্রাণের পুজো

**মেহেবুব গাজী, বকখালিঃ** শরতের আকাশে কাশে সম্প্রকাশে পুজোর গন্ধ এখন চারিদিকে। শহর থেকে গ্রাম সে কলকাতার বড় বাজেটের পুজো হোক আর কিংবা গ্রামের ছোট পুজোই হোক। মেতে ওঠে সকলেই কচিকাঁচা থেকে আবাল বৃদ্ধ সকলেই। এমনই এক পুজোর চিত্র পাওয়া গেল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা বকখালির প্রবর্তক আশ্রমে। এখানকার দুস্থ কচিকাঁচা ছেলেরা কোথাও কারোর কাছে থেকে বাঁশ আবার কারোর কাছে থেকে চাঁদা তুলে প্যান্ডেলের কাপড় নিয়ে তৈরি করে মন্ডপ। গ্রামের প্রতিমা শিল্পী কে আশ্রমে নিয়ে এসে ঠাকুর তৈরি করায় বাচ্চারা। গ্রাম থেকে পুরো সহযোগিতায় চলে এই পুজো। যদিওবা চারটে বাঁশ আর এক টুকরো কাপড় দিয়ে মন্ডপ তৈরি হয় এই পুজোতে। সমাজ থেকে ফেলা আসা অতীতকে মুছে পরিবারের হারিয়ে যাওয়া আর্তনাদকে ভুলে আশ্রমের কচিকাঁচারা এই প্রাণের পুজো করে থাকে।

সালটা ১৯২৭ স্বাধীনতার অনেক আগে। স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত সংঘগুরু বিপ্লবী মতিলাল রায় এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। তৎকালীন সময়ে ওই সব এলাকায় জঙ্গল ছিল। অবহেলিত ছিল গ্রামের মানুষ শিক্ষার আলোয় পৌঁছায়নি এলাকাবাসী। এসকল কথা চিন্তা করে সংঘগুরু এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। তবে আশ্রমের নেই সেই আর উজ্জ্বলতা। ছিল অনেক সম্পত্তি তবে নদীর গ্রাসে চলে গেছে অনেক সম্পত্তি। ভগ্নদশায় এখন আশ্রম। কোথাও ইটের চাঙড় খসে পড়েছে। আবার কোথাও আশ্রমের ছেলেদের থাকার জায়গা অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। এসবের মধ্যে দিয়ে চলছে আশ্রম।

দেবীপক্ষের সূচনা হয়ে গিয়েছে। মুখরিত বাঙলা। সেজে উঠেছে পুজো মন্ডপগুলো। ঢল নেমেছে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে। শহরের থিমের হিড়িকে মেতেছে সকলেই। কিন্তু থিমের হিড়িক নেই এই প্রবর্তক আশ্রমে। কিন্তু আছে প্রাণ। আছে কারোর বাবা আবার কারোর মা। পরিবার থেকে আলাদা ভাবে বেড়ে ওঠে এখানকার কচিকাঁচারা।

ভালোবাসা বলতে পায় আশ্রমের স্যারেদের কাছে থেকে। তাদের ভালোবাসা শাসন এ বড় হয়ে ওঠে এরা। এদেরই মধ্যে এক অসহায় দুস্থ ছেলে সুদীপ দাস জানায় যে এদের দুর্গা পুজো প্রায় ৫২ বছরের, কোনরকমের ছোটখাটো প্যান্ডেল করে থাকি গ্রামবাসীদের কাছে থেকে সাহায্য নিয়ে। আমরা বাইরে দূরে কোথাও পুজোয় যেতে পারি না। তাই আমরা গ্রামের মানুষ এর কাছে থেকে সাহায্য নিয়ে এই ছোট্ট পুজো করে থাকি। এখানকার পুলিশ প্রসাশন সবাই আমাদের সাহায্য করে। এমনকি আমরা নতুন জামাকাপড় বলতে মানুষের কাছে থেকে পাই। এখানে সব স্যাররা আমাদের সাহায্য করে সকল সময়, আমরা স্যারেদের সাথে

আশ্রমের এক তত্ত্বাবধায়ক পঞ্চানন দাস জানায়, আমাদের এই আশ্রমে দুস্থ ছেলে আছে আবার কারোর বাবা নেই কারোর বা মা নেই। বহু এলাকার ছেলেরা এখানে খুব ছোট বয়স থেকে মানুষ হয়। এই সুন্দর পরিবেশে তারা মানুষ হয়। তবে আরেকটা কথা হল যে এখানে শুধু এরা থাকে না এদের পাশাপাশি এদের সমাজের নতুন ভাবে দিশা দেখানো হয়। শিক্ষার আঙিনায় এদেরকে গড়া হয়।

আমাদের যিনি প্রতিষ্ঠাতা স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত মতিলাল রায় তিনি এখানকার অনাথ দুস্থ পিছিয়ে পড়া ছেলেদের কথা চিন্তা করেই এরকম একটা মুক্ত পরিবেশে এই প্রবর্ত্তক আশ্রম তৈরি করেন। আমাদের এখানকার ছেলেরা প্রায় ৫২ বছর ধরে দুর্গাপূজা করে আসছে। হয়ত আমাদের এখানের কোনও শহরের পুজোর মত বড় থিমের ছোঁয়া নেই বড় বাজেটের পুজো নয়। আমাদের এখানে সব ছেলেরা ছোটভাবেই পুজো করে গ্রামের সকলের কাছে সাহায্য নিয়েই করে থাকে। আশ্রমের হিসাবরক্ষক সুব্রত মুখার্জী বলেন, ' আমাদের এখানে সব ছেলেদের সাথে অভিভাবক সুলভ ব্যবহার করা হয়। তাদেরকে কোনভাবেই বুঝতে দেওয়া হয় না যে তাদের পরিবার আপনজনের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত। তাদের আনন্দের কথা ভেবে আমরা আমাদের আশ্রমে পুজো করে থাকি। গ্রামের সকলের সাহায্য নিয়ে আমরা পুজো করে থাকি। আমাদের পাশে সবসময়ই স্থানীয় ফ্রেজারগঞ্জ থানার পুলিশকে কাছে পাই। নতুন জামাকাপড় থেকে সবরকম সাহায্য করে। এছাড়া বাইরে থেকে অনেক বহু মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়ায়।

আমাদের সমস্ত সদস্য সবসময় ছেলেদের পাশে থাকে। আমরা তাদের পুজোয় নতুন জামাকাপড় ঠিকভাবে দিতে পারি না। বাইরে থেকে কেউ সাহায্য না করলে আমরা হয়ত পুজোর দিনগুলো নিরানন্দে কাটাতে হয়। আনন্দের দিনে মন খারাপ করে অনেক সময় বসে থাকতে হয় আমাদের ছেলেদের। কষ্ট করে আমরা এই শারদীয়াতে মেতে উঠেছি কয়েকবছর ধরে। আমরা এই ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে থাকি এরাই আমাদের সন্তান পরিবার।

শারদীয়া * দীপাবলী
জগদ্ধাত্রী * ছটপূজার
শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন
সৌজন্যে

জগন্নাথ গুপ্তা
চেয়ারম্যান
বিবিআইটি
বিবিআইটি–পাবলিক স্কুল
জেমস হসপিটাল

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

**আলিপুর বার্তা**

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৩ অক্টোবর – ১৯ অক্টোবর, ২০১৮

## মাগো সন্তানদের রেখো দুধেভাতে

নানা লেখার মাধ্যমে পাঠকদের সামনে আলিপুর বার্তা যে শিক্ষামূলক প্রতিবেদন তুলে ধরে এবার সব দিক থেকেই আলাদা হতে চলেছে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়টি। কারণ, একযোগে বাচ্চা–বুড়োর মন ভালো করে দেওয়ার জন্য হাজির হয়েছে দুর্গাপুজো। ঘটা করে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে দেবীপক্ষও। তার থেকেও তড়িৎ গতিতে পুজো উদ্বোধনের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যের শীর্ষ ব্যক্তিত্বের সম্মানজনক উপস্থিতিতে। বলাবাহুল্য, তা দেবীপক্ষে আরম্ভ করা হল না পিতৃপক্ষে, সেটা নিয়ে না হয় আলোচনায় তুফান তুলুক শাস্ত্রজ্ঞরা। আমাদের অতশত মাথা না ঘামালেও চলবে। আমরা এটা ভেবেই খুশি হই পুজোয় ক্লাবগুলিকে রাজ্য সরকার যে ১০ হাজার টাকার অনুদান ঘোষণা করেছেন তার বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের হয়েছিল তা গ্রহণযোগ্য হয়নি বিচারপতিদের সামনে। ফলে এখন এই টাকা পেতে আর বাধা থাকল না পুজোর উদ্যোক্তা এই ক্লাবগুলির সামনে। ফলে নিশ্চিতভাবে দুর্গাপুজোর হুল্লোড় আরও খানিকটা বেড়ে গেল। তার থেকেও বড় যে ব্যাপার তা হল এই ব্রিজ ভেঙে যাঁরা মারা গেলেন, গুলিতে যে ছাত্রদের মৃত্যু হল, নাগেরবাজারে বোমা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল যে ছোট্ট শিশুটি, বিনোদিনী গার্লসের যে বাচ্চা মেয়েটিকে স্কুলের মধ্যে শ্লীলতাহানি করার মতো কাণ্ড ঘটে গেল সব কিছুই চাপা পড়ে যাচ্ছে যে উমার আগমনীর বাজনায়। হ্যাঁ, বছরভরের এই চার–পাঁচটা দিনের দিকে হা পিত্যেশ করে চেয়ে থাকে কাতারে কাতারে মানুষ। শুধু কি তাই, কত মানুষের সংস্থান জোগায় বাঙালির এই শারদ উৎসব। তাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা তো আর অপরাধ নয়। তাও যে মানুষগুলিকে পুজোর অব্যবহিত আগে আমরা হারালাম, সামান্য একটু ভুল বা গাফিলতির খেসারত দিতে হল যাঁদের তাঁদের পরিবারের হাহাকার কারই বা কানে বাজবে। তখন তো চারদিকে খালি ফ্যাশন প্যারেডের মতো বাহারি পোশাকে সজ্জিত ছেলে–মেয়েদের ঢল উপচে পড়বে মণ্ডপ, হোটেল–রেস্টুরেন্ট, রাস্তাঘাট সর্বত্র। হবে নাই বা কেন। আবার যে একটা বছরের অপেক্ষা। তারপর কত কিছুই না পালটে যাবে। তাই এই আনন্দকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করার চেষ্টা তো চলতেই থাকবে খুব স্বাভাবিকভাবে। অর্থাৎ সমান্তরালভাবে দুটো পৃথিবী যেন আবর্তিত হতে থাকবে এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে। একটা বলাবাহুল্যই উচ্ছৃঙ্খলতার আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। আর অন্যটা অন্ধকারে ঢাকা সেই সব মানুষের কাতর আর্তনাদ যেখান থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, অনুরণন ছড়িয়ে দিচ্ছে গ্লানির কুহেলিকায়। তাও পুজো আসলে যে নস্টালজিক পর্দা এসে আমাদের চারপাশে ভিড় জমায় তাকে আমরা যে বড়ই উপভোগ করি। প্যান্ডেল তৈরির সময়টাই ধরুন না। একবারের জন্যেও কি আপনার–আমার মন সেই কোন শৈশবে পাড়ি জমায় না? হাতড়ে দেখে না সেই বাল্যকালীন দুষ্টুমিকে। ক্যাপের ফটাস ফটাস শব্দ নিশ্চিতভাবে শিহরণ জাগায় সেই হৃদয়ে। যে ডানা ঝাপটাতে চায় তার ওই ফেলে আসা সোনালী দিনগুলির বুকে। হায়, সেই হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণালী অতীত তো আর ফিরে আসে বনা। রোমন্থনের মধ্যেই সেই আনন্দের কোলাজ খুঁজে পেতে হয়। সবশেষে করজোড়ে দুগ্গা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, মাগো, জগৎজননী, তোমার সন্তানদের রেখো দুধেভাতে।

### অমৃত কথা

**কর্মযোগ**

**অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ**

আমার উপর কেহ নির্ভর করে এবং আমি কাহারও উপকার করিতে পারি, এরূপ চিন্তা করাই অত্যন্ত দুর্বলতা। এই বিশ্বাস হইতেই আমাদের সর্বপ্রকার আসক্তি জন্মায় এবং এই আসক্তি হইতেই সকল দুঃখের উদ্ভব। আমাদের মনকে জানানো উচিত যে, এই বিশ্বজগতে কেহই আমাদের উপর নির্ভর করে না, একজন গরিবও আমাদের দানের উপর নির্ভর করে না, কেহই আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করে না, একটি প্রাণীও আমাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে না। প্রকৃতিই সকলকে সাহায্য করিতেছে। আমরা কোটি কোটি মানুষ না থাকিলেও এইরূপ সাহায্য চলিবে। তোমার

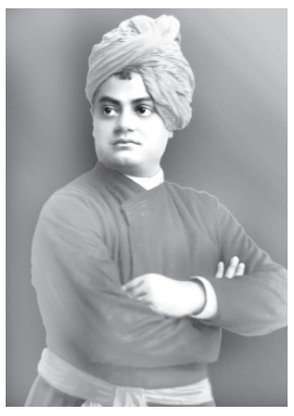

আমার জন্য প্রকৃতির গতি বন্ধ থাকিবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে অপরকে সাহায্য করিয়া আমরা নিজেরাই শিক্ষা লাভ করিতেছি, ইহাই তোমার ও আমার পরম সৌভাগ্য। সমগ্র জীবনে এই এক মহৎ শিক্ষাই শিখিতে হইবে। যখন আমরা সম্পূর্ণরূপে ইহা শিক্ষা করিতে পারিব, তখন আর আমাদের দুঃখ থাকিবে না, তখন আমরা সমাজে যেখানে খুশি সেখানে গিয়া মিশিতে পারিব, কোন ক্ষতি হইবে না। তোমাদের পতি–পত্নী, দাস–দাসী, রাজ্য–এসব থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি এই তত্ত্বটি হৃদয়ে রাখিয়া কাজ কর যে, জগৎ তোমার ভোগের জন্য নয়, আর তুমি সাহায্য না করিলে চলিবে না–এমনও নয়, তবেই ঐসকল বস্তু তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এই বৎসরই হয়তো তোমার কয়েকজন বন্ধু মারা গিয়াছেন। জগৎ কি স্বীয় গতি রুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে? ইহার স্রোত কি বন্ধ হইয়া আছে? না ইহা ঠিকই চলিয়া যাইতেছে। অতএব তোমার মন হইতে এই ভাব একেবারে দূর করিয়া দাও যে, তোমাকে জগতের জন্য কিছু করিতে হইবে। জগৎ তোমার নিকট হইতে কোন সাহায্যই চায় না। জগতের সাহায্যের জন্যই আমার জন্ম এ কথা চিন্তা করা কোন মানুষের পক্ষে নির্বুদ্ধিতা। উহা নিছক অহঙ্কার।

### ফেসবুক বার্তা

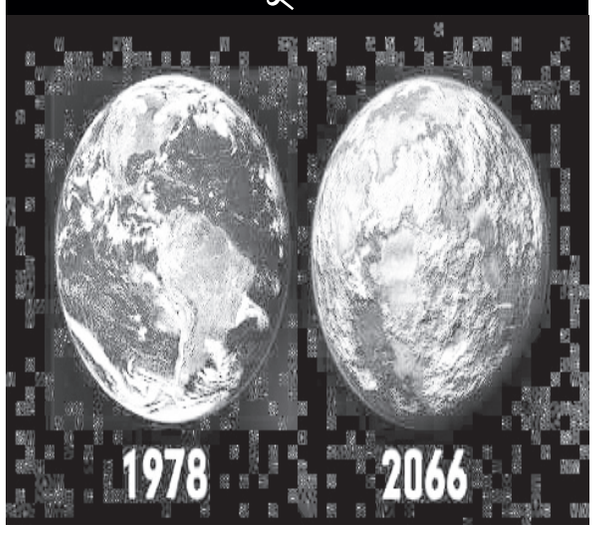


এমনই হাল হবে নাকি পৃথিবীর, ফেসবুক তাই বলছে।

# হেটো ধুতি–লাঠি–চশমা ছিল মহাত্মা গান্ধিজির ইউএসপি

**নির্মল গোস্বামী**

আগামী বছর গান্ধিজির সার্ধশত বৎসর জন্মজয়ন্তী পালন করবে সারা দেশ। অবশ্য সব প্রচেষ্টাই সরকারি স্তরে হবে। গান্ধি জয়ন্তীতে তেমন ভাবে গণ অংশগ্রহণ দেখা যায় না। বিশেষ করে আমাদের বাংলায়? এর কারণ হল বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রাধান্য ছিল বরাবর। তার উপর সুভাষ গান্ধিজির মতভেদ এবং সুভাষের কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগের পিছনে গান্ধিজির ভূমিকা সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল না। বাংলার আপামর জনগণের কাছে গান্ধি ততটা আপন হতে পারেনি যতটা সুভাষ ঘরের ছেলে হিসাবে পেরেছিল।

আমরা ছোটবেলা থেকেই তাঁর ছবি দেখে তাঁকে চিনেছি। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি। হাতে একটা নিজের থেকে বড় লাঠি, চোখে গোল কাঁচের একটা বিশেষ ধরনের চশমা। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়ানোর ভঙ্গি। তাঁর পুরো নামটা ছোটবেলায় প্রশ্নে থাকাতে সকলেই জেনে যেতো মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। একটা সত্যি উপলব্ধির কথা বলি। হয় তো অনেকের সঙ্গে মিলে যাবে। সেটা হল যে স্বাধীনতার আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছে এমন প্রজন্মের পরের প্রজন্মের মধ্যে গান্ধিজির প্রতি শ্রদ্ধায় গদগদ ভাবটা দেখা যায় না। উল্টে তাঁর ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। তর্কবিতর্ক হয়। এর ফলে গান্ধি সম্পর্কে এ যুগের ছেলেমেয়েরা জানতে আগ্রহী নয়। তাই তিনি স্ট্যাচু আর ছবিতেই রয়ে গেছেন। জাতির জনক উপাধিতে তিনি ভূষিত, কিন্তু জাতির হৃদয় কতটা আগ্রহে তাঁকে বরণ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পাঠকরা ভুল বুঝবেন না যে আমি গান্ধিজিকে ছোট করতে বসেছি। এ যুগের শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ দুটো মাত্র উদাহরণ দিলেন। বললেন একজন গ্রাম্য মা যাঁর আধুনিক শিক্ষা, দীক্ষা নেই। চিরাচরিৎ গ্রাম্য প্রথা তাঁর মনের গভীরে চেপে বসে আছে। আর একজন শহুরে মা। যার আধুনিক শিক্ষা আছে। তিনি ঠাকুর দেবতা অপেক্ষা বিজ্ঞানের উপর বেশি ভরসা করেন। প্রথম মায়ের ছেলের অসুখ করল, তিনি ডাক্তার কাছে না গিয়ে ঠাকুর দেবতার থানে হত্যে দিলেন। জলপোড়া নুন পোড়া খাওয়ালেন। কিন্তু ছেলেকে বাঁচাতে পারলেন না। অপর দিকে শহুরে মা'এর ছেলের অসুখ করলে তিনি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে ছেলের অসুখ ভালো হয় গেল। এখন প্রশ্ন হল এই ঘটনা থেকে আমরা কি বলতে পারি যে গ্রাম্য মা তার সন্তানকে শহুরে মায়ের মতো ততটা ভালবাসত না? সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা সর্বযুগে সর্বকালে প্রশ্নাতীত। এ ক্ষেত্রে গ্রাম্য মায়ের দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের খবর তাঁর জানা ছিল না। তাই তিনি ছেলেকে বাঁচাতে পারলেন না। তিনি অন্তরের সমস্ত শক্তি দিয়ে একান্ত ভাবেই বিশ্বাস করতেন যে দেবতাই তার সন্তানকে বাঁচিয়ে দেবেন। এই বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। গান্ধিজি ছিলেন ওই গ্রাম্য মায়ের মতো। তিনি কখনই ভণ্ড ছিলেন না।

তিনি দেশের হিতার্থে যা মনে করতেন সেই পথেই চলতেন,

শতবাধা তাকে সংকল্পচ্যুত করাতে পারতো না। আমরা সকলেই জানি যে তাঁর 'হিন্দু স্বরাজে'র থিওরি কেউই গ্রহণ করেনি। গুরু গোখলে পর্যন্ত শিষ্যকে সমালোচনা করেছেন। কংগ্রেসও গান্ধির হিন্দু স্বরাজকে ঠিক মনে করেনি। স্বাধীনতার পর নেহেরু আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার কাঁধে ভর করেই ভারতবর্ষের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছিলেন।

আঘাতের পাল্টা প্রতিঘাত ক্রিয়া প্রকৃতির নিয়ম, বিজ্ঞান স্বীকৃত। এর উল্টো পথে চলা বড় শক্ত। এক কথায় স্রোতের বিপরীতে চলা। মানুষকে মারলে মানুষ তার শক্তিতে ভর করে পাল্টা মার দেবার চেষ্টা করবে এইটাই স্বাভাবিক ক্রিয়া। কিন্তু প্রতিবাদ না করে মার খেয়ে যাওয়া দুর্বল মনের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পাল্টা আঘাত করে মনের যে সাহস যে শক্তির প্রয়োজন হয় তার দ্বিগুণ মনের শক্তি নিয়ে তবেই বসে বসে মার সহ্য করার আন্দোলনে সামিল হওয়া যায়।

পৃথিবীতে প্রথম ঈশ্বরপুত্র যিশু তাঁর ঘাতকদের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইলেন। আর আমাদের দেশে অহৈতুকী প্রেমের প্রচারক গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু বললেন মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবনা। তিনি প্রেমের ঠাকুর বাংলার পথে পথে নেচে গেয়ে প্রেম বিতরণ করেছিলেন তিনি সারা বাংলাকে এই প্রেমের অদৃশ্য বন্ধনে একত্রিত করেছিলেন। মধ্য যুগে বাংলার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জোয়ার প্রবাহিত হয়েছিল নিত্যানন্দ প্রভুর হাত ধরে।

গান্ধিজি নিত্যানন্দ প্রভুর শিক্ষাকে কাজে লাগালেন। অহিংস সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন। হয়তো বুঝেছিলেন যে হাজার বছরের অধিক পরাধীন জাতি শাসকের মার খেতে খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা দেহে মনে দুর্বল। তাই ব্রিটিশকে পাল্টা মার দেবার শক্তি সাহস তাদের নেই। কিন্তু পুলিশের দুঘা লাঠি খেয়ে তা হজম করা তাদের পক্ষে খুবই সহজ হবে। এবং হলও তাই। গান্ধি বাবার ডাকে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ সাড়া দিল। তারা সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করল।

গান্ধিজির সত্যাগ্রহ স্বাধীনতা এনে দিল তা নিয়ে ইতিহাস একমত নয়। গান্ধিজি–র আগে কংগ্রেস ছিল ইংরাজী জানা শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত ও এলিট সম্প্রদায়ের সংগঠন। গান্ধিজির জন্য তা গণ–সংগঠনের রূপ লাভ করে। আর গান্ধিজি সত্যাগ্রহের মাধ্যমে বিশাল কৃষক সমাজকে কংগ্রেসের ছাতার তলায় সংগঠিত করতে পেরেছিলেন। তাদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহাটা জাগিয়ে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষে যদিও ইংরেজ শাসন ছিল, তবুও বিভিন্ন রাজ্যের মানুষেরা স্থানীয় রাজার প্রজা বলে নিজেদের ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। তাদের সমস্যা স্থানীয় সমস্যা হিসাবেই দেখতো। গান্ধিজিই তাদের ভারতীয় পরিচয়ে পরিচয় করালেন। আর এই কাজ গান্ধিজির পক্ষে করা সম্ভব হয়েছিল এই জন্য যে গান্ধিকে দেশের কৃষক সমাজ নিজের শ্রেণির লোক বলে ভাবতে পেরেছিল। ওই হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ধুতির পরা দেশের সমস্ত কৃষক সম্প্রদায় আজও ওই ভাবে কাপড় পরে। এবং দেশের দেহাতি মানুষের ছবি যখনই আমরা সিনেমায় দেখি, তখন দেখা যায় হাতে একটা লাঠি থাকে এবং একটা পোঁটলা থাকে। গ্রাম্য জনসংখ্যার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা এলো– তারা ইউ এস পি হল ওই আদুর গা, হেঁটো কাপড় আর হাতে লাঠি। তিনি যেন গ্রামের গরিব সরল সাধাসিধে মানুষের প্রতীক। তাঁর গ্রাম ভাবনা, গ্রামের উন্নয়নের চিন্তার সঙ্গে তাঁর জীবনচর্যা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তিনি যে সত্যে বিশ্বাস করেন সেই সত্যের পথেই জীবনকে পরিচালনা করেন। এইখানেই সত্যাগ্রহের সার্থকতা। তিনি সর্বান্তকরণে চাইতেন যে সকল মানুষ সত্যের পথে তাদের জীবনকে পরিচালিত করুক। তাহলেই শাসক শাসিতের দ্বন্দ্বের অবসান হবে। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের জীবনটা হোক সত্যচর্চার ল্যাবরেটরি। সেখানে রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা– সব সত্য পথে আবর্তিত হবে সেই জীবন বৃত্তের মধ্যে।

কিন্তু রাজনীতির জটিল আবর্ত তাঁকে শেষ পর্যন্ত পথপ্রান্তে ঠেলে দিয়ে আপন বেগে প্রবাহিত হল। আজ রাজনীতি থেকে সত্য আলোকবর্ষ দূরে সরে গেছে আদর্শ জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। গান্ধিজির শ্রেণি সমন্বয় তত্ত্ব সবরমতীর স্রোতে ভেসে গেছে। পুঁজিপতিরা লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে বিদেশে আরাম আয়েস করছে। আর এদেশে গান্ধিবাদী সন্তান সম কৃষকরা ঋণের জ্বালায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। ধনী দারিদ্রের ফারাকটা ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। গান্ধিজির স্বচ্ছ চশমায় মোদীজি আজ ঘোলাটে দেখছেন সব কিছু। গান্ধিজীর হাতের শক্ত লাঠিতে ভর দিয়ে শ্বাপদ শঙ্কুল পথে নির্ভয়ে চলা ফেরা করতেন। আর সমাজে শ্বাপদ কুলের থেকেও ভয়ানক জন্তু সমাজে কিলবিল করছে আমাদের চারপাশে। তারা মানুষ্যরূপী জন্তু। যাদের কাছে সত্য হল ভোগ। জীবনের উদ্দেশ্য হল অর্থ অর্জন করা। অপরকে ঠকানোই হল একমাত্র কৌশল। শত অনশনে যাদের মনের পবিত্রতা জাগে না। অসৎ উদ্দেশ্যে পূজা না করাই ভালো। তাতে সরকারী অর্থের অপচয় বাঁচবে।

## বার্ষিক মিলনোৎসব

**হীরালাল চন্দ্র :** গত ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পাইক পাড়ার ''মোহিত মৈত্র'' মঞ্চে ''দানবীর'' স্বর্গীয় গীতা দেবী (ঘোষ) ও স্বর্গীয় মনোজ ঘোষের শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে গীতা দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরের (দমদম) অষ্টাদশ বার্ষিক উৎসব প্রতিভাবান বংশীবাদক ও সম্পাদক অশোক কর্মকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় ডক্টর শিবাজী ভট্টাচার্য্যের পৌরোহিত্যে, মৌসুমী কর্মকারের সঞ্চালনায় ও প্রধান শিক্ষিকা শিখা সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন তারক দাস সরকার, অশোক মোদী ও অঙ্কন শিক্ষক অরবিন্দ মুখার্জী প্রমুখ। ''কলামন্দিরের'' আয়োজনে নিষ্ঠাবান শিক্ষক অশোক কর্মকারের ছাত্রছাত্রীরা সমবেত ''বাঁশি'' বাজিয়ে অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। সাথে পার্কাসন ও তবলা বাজিয়ে মোহিত করেন অরিজিৎ ব্যানার্জী ও অনুপম প্রামাণিক। নন্দিতা ব্যানার্জীর ছাত্রীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সুস্নাতা দাসের ছাত্রীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। গৌতম চ্যাটার্জীর ছাত্ররা আবৃত্তি পাঠ করেন। এছাড়া পুরস্কার প্রদান, বীরপুরুষ, অবাক জলপান নাটক, গোপুরম ছড়ার নৃত্য, গীত, আবৃত্তি, মাতৃ ও রাষ্ট্র বন্দনা পরিবেশিত হয়। প্রাণবন্ত পবিত্র অনুষ্ঠানে অগণিত দর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## ১২ জনের মরণোত্তর চক্ষু ও দেহ দানের অঙ্গীকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সিপিএম নেতার স্মরণসভায় কাটোয়ার ১২ জন দলীয় কর্মী ও সমর্থক মরণোত্তর চক্ষু ও দেহ দানের অঙ্গীকার করলেন। ৬ অক্টোবর বিকেলে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ২ নং ব্লকের গাজীপুর পঞ্চায়েতের খাসপুরে আয়োজিত সিপিএম নেতা কার্তিক চন্দ্র মণ্ডলের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সিপিএমের কাটোয়া ২ নং এরিয়া কমিটির আয়োজিত এই স্মরণসভায় ডি ওয়াই এফ আই এবং এস এফ আই–এর গাজীপুর ইউনিটের পক্ষ থেকে মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদানের অঙ্গীকার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। মোট ১২ জনের মধ্যে এক দম্পতি সহ তিনজন দলীয় নেতা কর্মী মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করেছেন বলে জানিয়েছেন দলীয় নেতা অমিত মণ্ডল। ওই স্মরণসভায় উপস্থিত

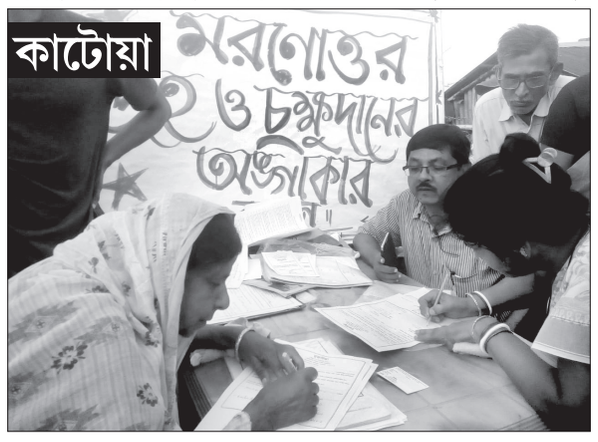


ছিলেন জেলা সিপিএমের সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি উদয় শংকর সরকার, কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালে কৃষকনেতা নেতা কার্তিকচন্দ্র মণ্ডলকে এলাকাতেই নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। এই খুনের পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের মদতপুষ্ট ঘাতক বাহিনী জড়িত ছিল বলে সিপিএম নেতৃত্বের দাবি। তারপর থেকে প্রতিবছর এলাকায় সিপিএম এই স্মরণসভার আয়োজন করে আসছে। এদিনের সভায় বক্তারা কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকার ও রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের নানাবিধ জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। একইসঙ্গে নেতৃবৃন্দ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে সর্বস্তরের দলীয় কর্মীদের বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

## দরিদ্রদের বস্ত্র বিতরণ ও রক্তদান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** স্বাস্থ্য শিবির,রক্তদান শিবির ও দরিদ্র দুঃস্থ মানুষদের কে বস্ত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন পালন করলো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। মঙ্গলবার দুপুরে নিজেদের একটি নবনির্মিত ভবনের দ্বারোঘাটন করে সমাজ সেবা মূলক কাজের সূচনা করেন। এদিন ক্যানিংয়ের শরপল্লি বালক সংঘের রক্তদান শিবিরে ৫৩ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। পাশাপাশি ৪৮ জন তাঁদের স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা করেন ক্লাব প্রাঙ্গণে। এছাড়াও প্রায় ৬০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন ক্লাবের সভাপতি তাপস প্রামানিক। ক্লাবের সম্পাদক পঙ্কজ মন্ডল বলেন, আগামী দিনে সাধারণ মানুষজনদের সাথে নিয়ে আমরা সমাজের বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজ করতে চাই। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অন্নপূর্ণা কুন্ডু,মুকেশ মন্ডল,উত্তম দাস,বিশিষ্ট শিক্ষক পতিত কুমার মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

# নারী শিক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবায় বিপ্লব আনতে উদ্যোগী যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী ঃ** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত ব্লক বাসন্তী। ভারতবর্ষের মানচিত্রে যেখানে নারী শিক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবা এখনও পিছিয়ে। সাথে মারামারি,হানাহানি এবং গোলা বারুদের গন্ধে সমগ্র এলাকা উত্তপ্ত,সেই ভয়াল ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেই জেদ এবং অদম্য ইচ্ছা শক্তির উপর বিশ্বাস করে পিছিয়ে পড়া বাসন্তী ব্লকের নারী শিক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবার বিপ্লব আনতে উদ্যোগী হলেন এলাকারই যুবক তথা সমাজসেবী আনোয়ার হোসেন কাসেমী।

বাসন্তী ব্লকের নির্দেশখালিতে গড়ে তুলেছেন সুন্দরবন আল্–মানার মিশনারী গার্লস্ স্কুল' ও সুন্দরবন চ্যারিটেবেল হাসপাতাল'।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার অসহায় দরিদ্র মানুষের জন্য উন্নত শিক্ষা ও বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হাসপাতাল ও শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি করতে উদ্যোগী হলেন সমাজসেবী আনোয়ার হোসেন কাসেমী। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া বাসন্তী ব্লকে যেখানে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের বেশী মানুষের বসবাস। যার সিংহভাগ মানুষ আদিবাসী ,সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এলাকায় এই বিশাল সংখ্যক মানুষের চিকিসা পরিষেবার জন্য রয়েছে বাসন্তী ব্লক হাসপাতাল,তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র,৬৩ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। এবং এলাকায় মহিলাদের শিক্ষার জন্য নেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যদিও সেখানে সঠিক পরিকাঠামো উন্নত চিকিৎসা কিংবা নারী শিক্ষার পরিষেবা না থাকায় চরম সমস্যায় নদী–নালা বেষ্টিত সুন্দরবনের সাধারণ দরিদ্র মানুষরা।

সেই সমস্ত দরিদ্র মানুষের বিনাব্যয়ে উন্নত মানের চিকিসা পরিষেবা কিংবা নারী শিক্ষায় জোয়ার আনতে হাসপাতাল এবং স্কুল তৈরি করেছেন শিক্ষক তথা সমাজসেবী আনোয়ার হোসেন কাসেমী।

বাসন্তীর খাদিজানগরে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার বর্গ ফুটের হাসপাতাল ভবন তৈরির কাজ প্রায় শেষ। তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করেছেন। আনোয়ার সাহেবের এই মহান উদ্যোগ কে স্বাগত জানিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন মাঞ্জুরা সালাউদ্দিন,আব্দুল আজিজ মাতলিওয়ালা,রহিম বক্স সহ অন্যান্যরা। শিক্ষাকেন্দ্রে পঠন পাঠন চললেও হাসপাতাল ভবন টি বর্তমানে উদ্বোধনের অপেক্ষায়। তবে আগামী জানুয়ারিতে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হবে বলে জানা গেছে।

২৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল টির বহির্বিভাগ ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু হবে বলে জানা গেছে। এই হাসপাতালটি চালু হলে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা,বাসন্তী ব্লকের বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

কেন এমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ার উদ্যোগ নিলেন এ বিষয়ে সমাজসেবী তথা শিক্ষক আনোয়ার হোসেন কাসেমী সাহেব কে প্রশ্ন করা হলে তাঁর দুচোখ দিয়ে ঝরে পড়ে একরাশ অশ্রু। চোখ মুছতে মুছতে জানান আমি নিজের চোখে দেখেছি আমার পরিবারের সদস্য ও অন্যান্য অনেক কে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে

। প্রত্যন্ত দ্বীপ এলাকায় যোগাযোগ উন্নত ব্যবস্থা না থাকায় অনেক প্রসূতি মা রাস্তায় সন্তান কে জন্ম দিয়েছেন কখনও বা সন্তান সহ মা মারা গিয়েছেন। এইসব অসহায় নিপীড়িত দরিদ্র মানুষজনদের কে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে এমন উদ্যোগ। অষ্টম গর্ভের আনোয়ার সাহেব আরো বলেন, ক্যানিং মহকুমা হসপাতালের মত বৃহত্তম চিকিৎসাকেন্দ্র রোগীদের পরিষেবা দিতে নাভিঃশ্বাস উঠছে। রোগীরা সঠিক ভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না। আর সেই সুযোগ নিয়ে ফাঁদ পেতে দরিদ্র মানুষদের কে শেষ করে দিচ্ছে গজিয়ে ওঠা বেশ কিছু নার্সিংহোম।

চিকিৎসার পাশাপাশি সমাজসেবী আনোয়ার সাহেব পিছিয়ে পড়া অনুন্নত বাসন্তী তে মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে বাসন্তীব্লকে নারীশিক্ষার বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছেন।

স্থানীয় সমাজসেবী তথা সুন্দরবনের কবি ফারুক আহমেদ সরদার বলেন সাড়ে তিন হাজার কিমি নদীবাঁধ বেষ্টিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব– দ্বীপ দ্বীপাঞ্চল সুন্দরবন,২০০৯ এ বিধ্বংসী আয়লায় তছনছ হয়ে গিয়েছে । যার ফলে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষজন চিকিৎসা পরিষেবা পেতে নানান ধরনে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আনোয়ার হোসেন কাসেমী সাহেব দরিদ্র মানুষের সেবায় যে উদ্যোগ গ্রহন করেছেন তাতে করে দরিদ্র মানুষজন উপকৃত হবেন। এমন উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

উত্তর ২৪ পরগনার বিশেষ বিভাগ, সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রতিবেদনগুলি লিখেছেন আমাদের প্রতিনিধি কল্যাণ রায়চৌধুরী

# মানব সেবার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত ‘পরিবর্তন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট’

দেখতে দেখতে প্রায় ৯ বছর পার করতে চলেছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতের সুভাষ ময়দানে ২০১০ এর সেপ্টেম্বরের প্রায় শেষে জন্ম হয়ে সামাজিক সংগঠন পরিবর্তনের। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রায় কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে পরিবর্তনের সূচনা। সম্প্রতি পরিবর্তনের নাম পরিবর্জিত হয়ে ‘পরিবর্তন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট’ নামে সরকারি নথিভুক্তিকরণ লাভ করে বলে জানালেন, সংগঠনের কর্ণধার অসীম পাল। প্রায় বছর ৪৮–এর এই কর্মপরায়ণ যুবক ছাত্রজীবনে বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতির আঙিনায় আসেন। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে ও গণ আন্দোলনে নিজেকে সামিল করেন। এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সময় বিভিন্ন রাজ্যস্তর ও কেন্দ্রীয় স্তরের নেতৃত্বের সংস্পর্শে আসেন। যারা বিগত কয়েক যুগ (বারো বছরে এক যুগ হিসেবে) ধরে জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব, তাদের জীবনযাত্রা সামাজিক কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের অনুষ্ঠানে যখন তিনি যেতেন, সেই সময় থেকেই মনের মণি কোঠায় স্থান পায় মানুষের হয়ে কাজ করার ভাবনা। তাই আজকের দিনে কয়েক হাজার ছাত্র–যুব, মা–বোনেদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছেন। যাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, মতাদর্শের মানুষ আছেন। যার মূল কথা মানুষের সেবা করা, মানুষের পাশে থাকা, মানুষকে ভগবান রূপে দেখা। তাই ক্ষুদ্র সামর্থের মধ্যেও প্রায় ৯ বছর ধরে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ঋতুতে সামাজিক–সাংস্কৃতিক এবং অবহেলিত মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত করে চলেছেন। এই সংগঠনের ব্যানারে বিশিষ্ট কন্নড় সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের হত্যার প্রতিবাদে যেমন এই জেলার বিভিন্ন রাজপথে মোমবাতি মিছিল সংগঠিত করেছেন, তেমনই দার্জিলিংয়ে কর্তব্যরত এসআই অমিতাভ মালিক হত্যার প্রতিবাদও তিনি একই ভাবে গড়ে তুলেছেন। এছাড়াও প্রতিবছর সম্প্রীতির রাখি বন্ধন, বন্যাসহ যে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্গত মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে

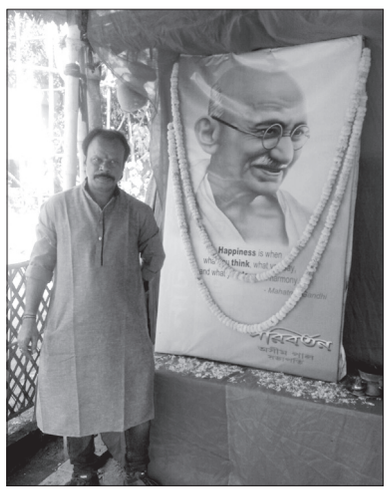

দেওয়া, অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনোয় সহযোগিতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ইফতার পার্টি, গণ ভাইফোঁটা সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড তার নেতৃত্বেই ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত করে চলেছে পরিবর্তন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। এমনকি ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধির প্রয়াণ দিবসে দেশ যখন বিপন্ন, তখন সর্বধর্ম সমন্বয়ের স্বার্থে সংহতি পদযাত্রার আয়োজন করেন। পরিবর্তন চ্যারিটেবল ট্রাস্টের প্রতিবন্ধী, থ্যালাসেমিয়া রোগাক্রান্ত মানুষ, স্বাস্থ্য শিবির, পথ শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি পালন সহ সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ট্রাস্টের নিজস্ব জমিতে তাদের সেবা শুশ্রূষা ও সুরক্ষা প্রদান করার জন্যে এই সংগঠন অঙ্গীকারবদ্ধ বলে জানান। এমন কি রাষ্ট্রগঠন, সমাজ গঠন সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের আক্রান্ত ও প্রতিবাদী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে এই ট্রাস্ট সর্বদা প্রস্তুত বলে দাবি করেন তিনি।

এক সাক্ষাতকারে অসীম বাবু বলেন, ‘এমন একটা দিন, এমন একটা সময় বা এমন একটা সন্ধিক্ষণ যায়নি যে আমরা মানুষের হয়ে কথা বলিনি বা প্রতিবাদের রাস্তায় নামিনি। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিশে, বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে মিশে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেখলাম, মূল আদর্শই হচ্ছে সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে মানবসেবায় নিজেকে বিলীন করা। কারণ মানব সেবার উপর কোনও ধর্ম নেই, কোনও কাজ নেই। এই জেলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন মানুষকে আজ সঙ্গে পেয়েছি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমার আবেদন, তারা যে ধর্ম, যে রাজনীতিরই হোন না কেন, আমাদের পাশে আসুন। পৃথিবীতে আবার জন্মগ্রহণ করব কিনা জানিনা। কিন্তু এ জীবন যখন একবার পেয়েছি, তখন মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে এ জীবনকে সার্থক মর্যাদা দিতে চাই।’ পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ব্যক্তিবর্গ, অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, সমাজসেবী, ক্রীড়াবিদ, বিভিন্ন ব্যবসায়ী, ছাত্র–যুব, মহিলা সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ট্রাস্টের এই মহতী কর্মকাণ্ডে সামিল হবার জন্যে আবেদন রাখেন তিনি।

# সমাজ গঠনের এক উজ্জ্বল দিশা ‘আমাদের পাঠশালা’

সামাজিক কোনও ভাল কাজ করতে গেলে উপযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতির দরকার একথা অনস্বীকার্য। তবে সবার আগে যেটা প্রয়োজন, তাহল মানসিক প্রস্তুতি, হার্দিক অনুপ্রেরণা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ। তবেই বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেও এগিয়ে যাওয়া যায়। যার প্রকৃত উদাহরণ, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়ার হিজল পুকুরের ‘আমাদের পাঠশালা।’ ২০১৫–র প্রায় মাঝামাঝি চারজন উদ্যোক্তা মিলে এই আমাদের পাঠশালার সূচনা করেন। উদ্যোক্তারা হলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রমা রায় হালদার, অপূর্ব রায়, সভাপতি শান্তনু হালদার ও স্বপ্না হালদার। এই মর্মে সরকারি নথিভুক্তিকরণও হয় এই পাঠশালার। প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর দিয়ে শুরু হয় এর পথচলা। শুরুতে হাবড়ার রেল কলোনি দিয়ে পাঠশালার সূচনা হলেও উদ্যোক্তারা অপেক্ষাকৃত আরও দুঃস্থ পরিবারের প্রয়োজনীয়তার তাগিদে স্থান পরিবর্তন করে চলে আসেন হাবড়া–২ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের জিওলডাঙার আটুরিয়া সর্দার পাড়ায়। কারণ এখানে মূলত আদিবাসী পরিবারদের বাস। আজকের দিনেও দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করাও এদের প্রায় দুঃসাধ্য বলে উল্লেখ করেন, রমা রায় হালদার। পড়াশুনো, মাইম ও ড্রইং দিয়ে এই পাঠশালার সূত্রপাত। যৎসামান্য সাম্মানিকের বিনিময়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়মিতভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, গানে ও আবৃত্তিতে শিক্ষা ঘোষ ও জয়শ্রী ঘোষ, নাচে অর্পিতা

সাহা, শিক্ষিকা নীলিমা সাহা, ভারতী ঘোষ, অঙ্গিরা, পুষ্পিতা নন্দী, রমেশ হালদার প্রমুখ। সাম্মানিকের তুলনায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা অত্যন্ত বেশি বলে উল্লেখ করেন রমা দেবী। পাশাপাশি তিনি প্রশাসনিক সহযোগিতার কথাও তুলে ধরেন। তিনি জানান হাবড়া ২ পঞ্চায়েত সমিতির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভ্র নন্দী যথেষ্ট সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের দিকে। হাবড়া থানার পূর্বতন আইসি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাপক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে রমাদেবী বলেন, ‘পদ্ধতিগতভাবে কর্মসূত্রে তিনি অন্যত্র বদলি হলেও আমাদের প্রতিষ্ঠানের সদস্য আছেন আজও। বর্তমান আইসি গৌতম মিত্রও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন আন্তরিকতার সঙ্গে।’ তিনি আরও জানান, প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিবছর এইসব দুঃস্থ বাচ্চাদের শারদোৎসব উপলক্ষ্যে বস্ত্রদান করা হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। রমাদেবী বলেন, ‘আসলে এই এলাকার পুরুষরা বিশেষ কর্মতৎপর না হওয়ার কারণে মহিলাদের কাজ করতে হয়। এ পাড়ার মহিলারা সাধারণত ১০০ দিনের কাজ, মাটি কাটার কাজ এগুলো করে থাকেন। একারণে আমরা চেষ্টা করেছি এখানকার মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠন করার। দলপ্রতি ১৫ জন করে মায়েদের নিয়ে দুটি গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে। একটি ‘ভাদু’ ও অন্যটি ‘দুর্গা’। এতে তারা যথেষ্ট উপকৃত। কারণ গ্রামে মেশিন আনিয়ে ধূপকাঠি তৈরির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারা এখন ঘরোয়া ধূপকাঠি বানিয়ে তা পার্শ্ববর্তী বদর বাজারে বিক্রি করছেন। বেশ কয়েকটি দোকানও আমরা ঠিক করে দিয়েছি। তবে মেশিন আনার পর এই ধূপকাঠি বানানোর কাজে যথেষ্ট গতি আসবে। তাতে তারা ব্যাপক উপকৃত হবেন। পুজোর পর এই মেশিন বসানো হবে।’ বাচ্চাদের উৎসাহিত করার জন্যে বিভিন্ন আয়োজন করা হয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। বর্তমানে প্রায় ৪৫ জন বাচ্চা এই পাঠশালায় পড়াশুনো করে। নৃত্যনাট্য, গান, আঁকা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাদের নিয়ে।

তবে একজন মহিলা হয়ে রমাদেবীর এহেন প্রেরণার উৎস কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘ছোটবেলায় আমার বাবা স্বপন হালদারকে দেখে আমার শেখা। মূলত আমার বাবাই এই প্রেরণার উৎস।’ জানালেন, স্বপনবাবু নিজে একজন কবি মনের মানুষ। তাদের মছলন্দপুরের বাড়িতে বিভিন্ন বিপন্ন, দুঃস্থ মানুষ এসে আশ্রয় নিতেন। তাদের পরিষেবায় বাবার কোনও খামতি ছিল না। এমন কি তার মেজদা মোহন হালদারও বিভিন্ন রকম সহযোগিতা করেন বলেও জানান।

উল্লেখ্য, এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তারা সকলেই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকা। এ সত্ত্বেও তারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তাকে প্রশংসা করেছেন স্থানীয় বিডিও শুভ্র নন্দী। তিনি বলেন, ‘মূলত একটি আদিবাসী পাড়ার এতগুলি দুঃস্থ শিশু ও তাদের পরিবারদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্যে আমাদের পাঠশালার যে উদ্যোগ তা রীতিমতো প্রশংসার দাবি রাখে।’

# কারিগরি শিল্প ও মৃৎশিল্পের মেলবন্ধনে প্রয়াসী প্রত্যুষ

আধ্যাত্মিকতার প্রতি ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই। আর এই ঝোঁকের টানেই মাধ্যমিক পাশ করেই বৃন্দাবনে গুরু খুঁজতে চলে যাওয়া। তুলির টানে অঙ্কন শিল্প যেমন মূর্ত হয়ে ওঠে, তেমনই আঙুলের স্পর্শে মৃৎশিল্পও প্রাণবন্ত হয়। উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শহর বারাসতের বিজয়নগরের বাসিন্দা পার্থপ্রতিম গোলদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রত্যুষ গোলদার। বৃন্দাবনের কথা শুনতে শুনতে ও বৃন্দাবনের কাহিনী পড়তে পড়তে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি এক অদৃশ্য আত্মিক টান তৈরি হয়। একারণে বৃন্দা থেকেই দীক্ষিত হওয়া ও গুরুকরণ করার জন্য মনস্থির করেন। জানালেন, বৃন্দাবনের রাধাকুন্ডতে শ্রীশ্রী ১০৮ বৈষ্ণবপদ দাস বাবাজীর থেকে দীক্ষা নেন। প্রায় বছর দেড়েক মঠাশ্রিত থেকে নাম, কীর্তন, পরিক্রমাসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। এখানে সকলের কাছে তিনি গোপীনাথ দাস নামে পরিচিত হন। এরপর প্রত্যুষ ফিরে আসেন বাড়িতে। তাও প্রায় বছর পাঁচেক হল। বাড়িতে ফিরে আসার পর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেন ও পাশ করেন। আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে তা হয়নি। ফলে সেই ইচ্ছাকে ঘুরিয়ে নিতে হল ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ কারিগরি শিক্ষার দিকে। এবং উত্তর চব্বিশ পরগণার বামুনমুড়ায় জে ডি এস ইনস্টিটিউটে আইটিআইতে ভর্তি হন। লক্ষ্য, এখান থেকে ভাল করে পাশ করে অর্থনৈতিক উপার্জনের জন্য কোনও চাকরিলাভ করা। কার্যত তিনি কারিগরি শিল্প ও মৃৎশিল্পের মেলবন্ধনে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের অজান্তেই।

গত বছর থেকে তিনি বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রচলন করলেন। এবছর তা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করল। তাঁর নিজের হাতে গড়া দুর্গা প্রতিমাতেই এই পুজোর প্রচলন বলে জানান প্রত্যুষ। তিনি আরও জানান, এই পুজো তিনি নিজেই করবেন। এমনকি এ ব্যাপারে তার বাবা, মা, ভাই বোন সকলেই একমত। দুর্গা প্রতিমা ছারড়াও বাড়িতে গোপাল সহ বিভিন্ন মাটির প্রতিমা আছে। সবগুলোই প্রত্যুষের হাতে গড়া।

প্রত্যুষের বাবা পার্থপ্রতিমা গোলদার ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের কর্মী। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে হলেন প্রত্যুষ। তিনি বলেন, ‘আমার মা কালীমায়ের সাধক ছিলেন। ছোটবেলা থেকে তাঁকে দেখেই প্রত্যুষ অনুপ্রাণিত হয়। ফলে ছোটবেলা থেকেই বড় ছেলের আধ্যাত্মিকতার প্রতি ঝোঁক। পাশের ঠাকুরঘরেই মা কালীপুজো করতেন। আসলে আমাদের বাড়িতে পুজোর একটা প্রচলন বরারবই ছিল। দুর্গা পুজো ছাড়া বাকি অন্যান্য বিভিন্ন বহুল প্রচলিত পুজো যেমন মনসা

পুজো, কোজাগরি লক্ষ্মী পুজো, সরস্বতী পুজো, কালীপুজো, এগুলো বরারবই হতো। এখনও হয়। আমার মা গত হয়েছেন, কিন্তু কোনও পুজো এখনও বন্ধ হয়নি। তাঁর অনুসৃত পথেই আজও এগুলো বর্তমান। সম্প্রতি প্রত্যুষের মাধ্যমে দুর্গাপুজো নতুন সংযোজন।’ তিনি আরও বলেন, অনেক জনবসতি বেড়েছে এখানে। তাই আগের মতো পরিবেশ এখন নেই। তবু এতদঞ্চলে আমাদের এই গোলদার বাড়ির একটা পরিচিতি আছে। ছেলের আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে বলেন,‘আমার শ্বশুর বাড়িতেও পুজো এবং আধ্যাত্মিকতার একটা প্রচলন আছে। আমার শাশুড়ি মায়ের মধ্যেও একটা ধর্মীয়ভাব ছিল। ফলে প্রত্যুষের মধ্যে পিতৃ ধারা এবং মাতুল ধারা দুটি ধারারই একটা সমন্বয় হয়েছে। আমি কখনও তার এই ইচ্ছায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাই না। বরাবরই ওর হাতের আঁকা এবং মৃৎশিল্পের কাজ প্রশংসনীয়। তবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে যদি চাকরি পায় ভালো।

তাহলে পেশার পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতা চর্চায় কিছুটা সুবিধা হতে পারে। আর চাকরি না পেলে কোনও ব্যবসা–বাণিজ্য করেও এটা চালিয়ে যেতে পারে। তবে ছেলে বড় হয়েছে, যথেষ্ট বুঝদারও আছে। তাই ও যেটা ভালো বুঝবে, সেটাই করবে। তাতে আমার সমর্থন আছে। কারণ আধ্যাত্মিকতাতো মানুষের মন–প্রবৃত্তি দুটোকেই উন্নত করে।’

এ ব্যাপারে প্রত্যুষ বলেন, ‘অন্যান্য মণ্ডপের মতো আমার এই দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন হবে না। এই প্রতিমা আমাদের ঠাকুরঘরেই অধিষ্ঠিত হয়ে থাকবে। প্রতিবছর এই দুর্গা প্রতিমার পুজো হবে। আইটিআই পাশ করার পর কোনও চাকরি পেলে অবশ্যই তা করব। কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন করতে পারলে তবেই আমার সাধনার পূর্ণতাপ্রাপ্তি হবে বলে আমি মনে করি। তবে চাকরির ক্ষেত্রে যে কঠিন প্রতিযোগিতা তাতে চাকরি পাওয়া নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। তবু চেষ্টা তো চালাতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার আধ্যাত্মিকতা ও শিল্প চর্চায় কোনও বিঘ্ন ঘটবে না বলেই আমার বিশ্বাস। আর আমার পরিবারে দুর্গা পুজোর প্রচলন আমি করে গেলাম। আমি যতদিন বাঁচবো, ততদিন তো করবই। আশা করি আমার পরবর্তীতেও এই পুজোর প্রচলন থাকবে পরিবারে।’

## মহিলা পরিচালিত পুজো

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শহর বারাসতের নবপল্লির অন্তর্গত চক্রবর্তী পাড়া। নবপল্লির অন্যতম ক্লাব সংগঠন চক্রবর্তী পাড়ার নববোধন সমিতি। এবছর ক্লাবের সার্বজনীন দুর্গাপুজো ৬৫তম বর্ষে পদার্পণ করল বলে সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। দুর্গাপুজো পরিচালনা করছেন পাড়ার মহিলারা। পুজো কমিটির সভাপতি পদে আছেন রণেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক পদে সহেলী ভট্টাচার্য ও সুরজিৎ দাশগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন দিব্যেন্দু নারায়ণ চক্রবর্তী। এছাড়াও যারা রয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোমা কর্মকার, সুদেষ্ণা সাহা, স্বাগতা চক্রবর্তী, শ্রীপর্ণা চক্রবর্তী, তৃপ্তি রায়চৌধুরী প্রমুখ। পুজো পরিচালনা ছাড়াও পাড়ায় বাড়ি বাড়ি চাঁদা সংগ্রহ, পুজোর বাজার সহ সবেতেই অংশ নিচ্ছেন মহিলারা। প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার বাজেটের মধ্যে পুজো ছাড়াও রয়েছে পাড়ার সার্বজনীন পঙক্তিভোজনের আয়োজন। এছাড়াও বিসর্জনে থাকছে আধুনিক বাজনার ব্যবস্থা বলে জানালেন, পুজো কমিটির সম্পাদকদ্বয়।

# আসছে ২১ অক্টোবর, আসছে আজাদী স্বাধীনতা দিবস

প্রথম পাতার পর

এবার আবার রাফালের গুঞ্জন। তীর নরেন্দ্র মোদীর দিকে। ভারতবাসী ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির অধিকারী। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত কেলেঙ্কারির কথা লেখা হয়েছে তার প্রথমটি হল আজাদ হিন্দ বাহিনীর তহবিল তছরূপ। ১৯৪৭ সালের এই সর্বোত্তম কেলেঙ্কারি দিয়েই শুরু স্বাধীন ভারতের অন্ধকারের কাহিনী। কমিশনের রিপোর্টে বা সরকারি দলিল দস্তাবেজে এই তছরূপ পরিষ্কার ভাবে প্রতিভাত হলেও তা নিয়ে তথ্যানুসন্ধান কখনও হয় নি। তদন্ত তো দূর অস্ত। গবেষকদের খোলা কলমে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অর্থ বেহাত হওয়ার নানা কাহিনী তথ্য সহ প্রকাশিত হলেও তা কোন আইন সভাতেই বিতর্ক তোলে নি। আজাদ হিন্দের চেয়ারম্যান নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধনী–দরিদ্র ভারতবাসী তাদের যথাসর্বস্ব দান করেছিলেন আজাদ হিন্দের ফান্ডে। ভারতবাসীর দেওয়া কোটি কোটি টাকা আর কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা–দানা স্রেফ লুঠপাট হয়ে গিয়েছে তৎকালীন নেতাদের যোগসাজশে। নেতাজি গবেষকের মতে এত লুঠপাটের পরেও জাপান, বার্মা, সিঙ্গাপুর সরকার নেতাজির স্বপ্নের আজাদ হিন্দ সরকারের ১১৪ কোটি টাকা ভারত সরকারের কাছে অর্পণ করেছে। কিন্তু গোপনে আনা বা সরকারিভাবে পাওয়া কোনও অর্থেরই কোনও হদিশ নেই। রাহুল গান্ধি ‘চোর’ ‘চোর’ শব্দে ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত করছেন। এসব না করে কংগ্রেস আমলের এই অনুদ্ঘাটিত মহা চুরির চোরকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করলে অনেক মুখোশ খুলে যাবে। তাঁর কি সেই সাহস আছে? যদি থাকে তাহলে ভারতের সবচেয়ে বড় রাহাজানির তথ্যানুসন্ধানে নেমে পড়ুন রাহুল। যদি পারেন তাহলে ভারতবাসীর সমর্থন পাওয়ার জন্য কোনও প্রচারের দরকার হবে না।

আসছে ২১ অক্টোবর। ভারতের আজাদী স্বাধীনতা দিবস। যেদিন নেতাজি দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং গঠিত হয়েছিল অবিভক্ত ভারতের স্বাধীন সরকার। এই দিবসের আবহে নিশ্চয়ই ভারতবাসীর মনে ফিরে আসবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের কথা যাদের গৌরব ধুয়ে মুছে গেছে চোখের জলে। ভারতবাসীর যদি এখনও সামান্য দেশভক্তি টিঁকে থাকে তাহলে সকলে মিলে আওয়াজ তুলতে হবে ফিরিয়ে দাও আজাদ হিন্দের অর্থ ও সম্মান।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DEPARTMENT OF FOOD & SUPPLIES
OFFICE OF THE DISTRICT CONTROLLER (F&S), SOUTH 24 PARGANAS
New Admn. Bldg., 7th Floor, Alipore, Kolkata-700 027
Ph. No. : (033)24795882, Fax No. : (033)245795882,
Email: dcfs1.s24p.wb@gmail.com

CORRIGENDUM

Applications are invited from the intending Self Help Groups/Registered Co-Operative Societies/Semi Government bodies/individuals group of for filling up the resultant vacancy of M. R. Distributorship at Vill. Laxmikantapur, P.O. Bijoygunje, Block & P.S.- Mandirbazar, G.P.-Ghateswar or adjoining G.P's within Mandirbazar Block, Dist.- South 24 Parganas.

For further details please contact the office of the DC F&S 24 Pgs.(S)./The Departmental e-site : www.wbpds.gov.in/District Portal : s24pgs.gov.in

Last date for submission of the application is within 26.10.2018 upto 04 p.m. in place of '19.10.2018 upto 04 p.m.

Sd/-
District Controller, (F & S)
South 24Pgs

১৮৬৭/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১২.১০.১৮

# মহানগরে

**শিল্প সঙ্গে বিজ্ঞান :** বিজ্ঞান ও শিল্প একে অন্যের পরিপূরক। এই সূত্রেই সম্প্রতি সত্যেন্দ্র নাথ বসু জাতীয় মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্রে হয়ে গেল এক দিনের 'ইন্ডাস্ট্রি অ্যাকাডেমিয়া মিট, ২০১৮'। বেশ কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও শিল্পপতিদের নিয়ে আয়োজিত বিবিধ আলোচনায় বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য রাখেন ড. প্রতীক কুমার, শিবব্রত সিংহ, অভিষেক আঢ্য ও অসীম মৌলিক।

## শিক্ষা সামগ্রী প্রদান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শারদীয় উৎসবের আগে অনাথ ও দুঃস্থ ছাত্রদের পাশে দাঁড়াল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের বেঙ্গল সার্কেল। গত ৬ অক্টোবর স্টেট ব্যাঙ্কের বেহালা শাখায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির অনাথ ও দুঃস্থ আবাসিক ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হল স্কুল ব্যাগ, লেখার ও আঁকার খাতা, পেন, পেন্সিল ও রঙ। উপস্থিত ছিলেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ, সদস্য সঞ্জীব মুখার্জী, সুধীর নন্দী, স্টেট ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশনের মধুসূদন চক্রবর্তী, দুর্গাশীষ বসু, সৌরভ দত্ত, দীপ্তেন দিন্দা প্রমুখ ব্যক্তিরা।

**বিজ্ঞানে–ব্যঞ্জনে :** যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। সম্প্রতি সে বিষয়ে জোড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বেহালার মূল কেন্দ্রস্থিত 'বেহালা গার্লস হাই স্কুল'–এ (উচ্চমাধ্যমিক)। একদিকে 'ইন্টার স্কুল কম্পিটিশন অন সায়েন্স মডেল, ২০১৮' ও অন্যদিকে 'জুনিয়র সেফ কম্পিটিশন, ২০১৮'–এ বিচারকের ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র পদার্থবিদ্যার শিক্ষক বিশ্বনাথ মিত্র ও 'বড়িশা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে'র অর্ণব সরকার। ছবি ও তথ্য : বরুণ মণ্ডল।

# রেস্টুরেন্টের কিচেন অভিযানে পুরসংস্থা

**বরুণ মণ্ডল :** শেষ তিন বছরের মতোই চলতি বছরের গত ৯ অক্টোবর থেকে পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের নেতৃত্বে পুরসংস্থার 'খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ' দফতরের ফুড ইন্সপেক্টর ও ফুড সেফটি অফিসাররা এই মহানগরস্থিত সমস্তরকম মাপের সেটা ফাইভ স্টার থেকে ছোটো–বড়ো নামী–দামি রেস্টুরেন্ট–ধাবা থেকে রাস্তার ফুটপাথের ছোটো ফুড স্টল গুলির কিচেন–রুম থেকে খাবার তৈরি থেকে তা পরিবেশন প্রতিটি বিষয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সচেতনতামূলক 'অ্যাওয়ারনেস ক্যামপেইন' শুরু হল। আগামী দেওয়ালি পর্যন্ত এই অভিযান চলবে। পুর ফুড অ্যানালিস্টদের অভিযানে সেখানে প্রত্যেকটি রেস্টুরেন্টের কিচেন ক্লিন কী না? হাইজিনিক পদ্ধতিতে খাবার সংরক্ষণ করা হচ্ছে কী না? খাবার যে তৈরি হচ্ছে তা হাইজিনিক পদ্ধতিতে হচ্ছে কী না? স্যানিটেশন প্রপারলি আছে কী না? ফুড স্টোরেজ যেগুলি করা হয়েছে, বিশেষ করে 'র–ফুডস' সেগুলি প্রপারলি করা হচ্ছে কী না? খাবার 'সেপারেট' করে রাখা হচ্ছে কী না? হাইজিনিক পরিবেশে খাবারগুলি সংরক্ষণ করা হচ্ছে কী না? কুক ফুড ফ্রিজে ১২ ঘন্টার বেশি রাখা হচ্ছে কী না? কীভাবে কিচেন মেনটেন করবে? কীভাবে খাবার সার্ভ করবে?

'কুক ফুড' ডিপ ফ্রিজে 'নাইট ওভার' পরের দিনের জন্য রাখা যাবে না। গ্রেভিগুলি মিক্স করে রাখা যাবে না। 'হাফ প্রসেসি ফুড' করে রাখা যাবে না। স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীনবাবু বলেন, ফুড সেফটি অ্যাক্টের নিয়মাবলী চলতি 'খাদ্য সুরক্ষা অভিযানে' অ্যাওয়ার করা হচ্ছে। অভিযানে খাদ্য–সুরক্ষার প্যারামিটারগুলি চেক করা হচ্ছে। আগামী দিনে এরা সচেতন না হলে 'ফুড সেফটি লাইসেন্স' বাতিলে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পুজোর সময় মহানগরের ফুটপাথে অস্থায়ী রূপে গজিয়ে ওঠা স্টলেও পচা ও নিম্নমানের খাবার বিষয়ে পুর 'ফুড সুরক্ষা বাহিনী'র নজরদারির আওতায় যেমন রয়েছে তেমনই পুজো উদ্যোক্তারাও সচেতন হওয়া উচিত।

প্রমাণ হল সরকারি সদিচ্ছা থাকলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। মাত্র ২০ দিনে তৈরি হয়ে গেল মাঝেরহাট ব্রিজের বিকল্প রাস্তা। পুরো পথে মাত্র ৭ দিনে বেলি ব্রিজ তৈরি করে ফেলল কেন্দ্রীয় সংস্থা গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড। বাকি কাজ যুদ্ধকালীন উদ্যোগে শেষ করল রাজ্য সরকারের পুর্ত দফতর। বড় গাড়ি এই পথে না চললেও মানুষের ভোগান্তি কিছুটা কম করে ছোট গাড়ির পথ তৈরি হয়ে গেল পুজোর আগে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দক্ষিণ কলকাতা সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা।

ছবি ও প্রতিবেদন : সুদীপ কুমার দাস

## অন্ধ্রের মাছ নিশ্চিন্তে খান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** 'গুজবে কান দেবেন না। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কলকাতার সমস্ত রকম বাজারে আসা রুই–কাতলা–মৃগেল মাছ পেট ভরে দু'বেলা খেয়ে যান' বক্তব্যের সূত্র কলকাতা পুরসংস্থা। পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ, অতীন ঘোষ জানান, প্রতিদিন গড়ে অন্ধ্র থেকে ৬০–৭০ মেট্রিক টন মাছ আসা কলকাতার সবচেয়ে বড়ো মাছের বাজার পাতিপুকুরে মাছের পাইকারি বাজারে গত ৪ অক্টোবর ভোর ৫টায় অভিযানে পুর স্বাস্থ্য দফতরের 'ফুড সেফটি অফিসার'রা যে ছ'টি দু'আড়াই কেজি ওজনের রুই–কাতলা মাছ নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করে, পুর স্বাস্থ্য দফতরের আধুনিক কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষা করেও ফর্মালিনের কোনও রকম অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়া যায়নি। অতীনবাবু আরও জানান, চলতি বছর কলকাতার ২২টি বাজার থেকে মোট ৮৮টি অন্ধ্রের সহ অন্যান্য মাছের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। কোনও নমুনাতেও ফর্মালিনের অস্তিত্ব মেলেনি। প্রসঙ্গত, মাছ বেশি দিন সংরক্ষণ করার জন্যই ফর্মালিনে ভিজিয়ে রাখা হয়।

## চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সম্প্রতি 'বেহালা ফাইন আর্টস সোসাইটি' আয়োজিত বেহালার ন'জন স্বনামধন্য শিল্পীর ২২তম বর্ষের 'চিত্রকলা ও ভাস্কর্য' প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল কলকাতার আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে'র নর্থ গ্যালারিতে। প্রদর্শনীতে প্রবীণ চিত্রকর অমর দে তাঁর ছবির মাধ্যমে বর্তমান সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং আকস্মিক বিশ্লেষণ করেছেন তুলির বর্ণলেপনের মাধ্যমে। ড. দেবাশিস ভট্টাচার্য তাঁর ছবিতে মানবজীবনে রোজকার উপলব্ধি ও মননের গভীরতা প্রকাশ করেছেন রঙ ও রেখায়। শিল্পী ও ভাস্কর প্রেমাংশু মিত্রের 'একদিন প্রতিদিন' শীর্ষক কাজগুলিতে মানুষের জীবনচিত্রণ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। সমীর কর্মকারের ছবিতে বেনারস ও নারী আকর্ষণীয়। তপন ভট্টাচার্য চারকোলে'র মাধ্যমে মানুষ ও পশুর চিত্রায়ন করেছেন দক্ষভাবে। সঞ্জু মান্নার 'ডটে'র মাধ্যমে করা ছবিগুলি চিত্তাকর্ষক। বিশ্বজিৎ পাল তাঁর ছবিতে চেনা মুখ ও অচেনা মানুষদের খুঁজে বেরিয়েছেন নানা আঙ্গিকে, নানা বর্ণলেপনের মাধ্যমে। পরিশেষে সত্যব্রত কর্মকার ও গৌতম চৌধুরী'র নিসর্গ চিত্রগুলি প্রশংসনীয়।

# বাংলাদেশ থেকে যাত্রা শুরু হল গ্লোবাল জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বিশ্ব জুড়ে বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস–ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে তুলে ধরার প্রত্যয়ে যাত্রা শুরু করেছে গ্লোবাল জার্নালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন ফর হিস্ট্রি, হেরিটেজ অ্যান্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল (জিজেএ)। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গ্রিন রোডে অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে আত্মপ্রকাশ করে গবেষক ও অনুসন্ধিসু সাংবাদিকদের এ সংগঠন।

বিশিষ্ট গবেষক ও কলকাতার আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরীকে সভাপতি ও বাংলাদেশের অনলাইন নিউজ পোর্টাল বহুমাত্রিক ডটকম এর প্রধান সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম–কে সাধারণ সম্পাদক করে ১৩ সদস্যের নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্যরা হলেন–সহ–সভাপতি শওকত আলী মোল্লা (শওকত আলী বেনু) (বহুমাত্রিক ডটকম), অয়ন আহমেদ (দৈনিক প্রতিদিনের চিত্র, জিকরুল আহসান শাওন (ফ্রিল্যান্স), যুগ্ম–সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক শামীম ও প্রিয়ম গুহ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মারিয়া সালাম (কালের কণ্ঠ), গবেষণা সম্পাদক অজয় চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ মাহেনূর মোস্তারি (বহুমাত্রিক ডটকম), শিল্প বিষয়ক সম্পাদক ফরিদ আহমেদ রুবেল। । নির্বাহী সদস্যরা হলেন–অধ্যাপক আমজাদ হোসেন (গণমুখ), এম এম মুসা (বণিক বার্তা) ও সরদার সেলিম রেজা (ইয়ং ভয়েস)।

জিজেএ'র উপদেষ্টা পর্ষদে রয়েছেন–পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কলুমনিস্ট ও সমাজকর্মী প্রণব গুহ, বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক পদ্মনাভ অধিকারী, ভিশন টোয়েন্টিফোর ইন্ডিয়ার প্রধান নির্বাহী বিজয় চক্রবর্তী এবং নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ও লেখক ড. হুমায়ুন কবীর।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বলেন, নিরন্তর গবেষণার মাধ্যমে ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নতুনভাবে প্রকাশ্যে আনবে জিজেএ। কেবল ইতিহাসই নয়, স্ব–স্ব এলাকায় তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে সেমিনার–সিম্পোজিয়াম আয়োজনও আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

দেশপ্রেম'এর শ্বাশত আবেদনে উজ্জীবিত হয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম গড়ার উদ্যোগ গ্রহণেও আমরা এগিয়ে থাকব'–বলেন আশরাফুল ইসলাম।

## প্রাণিবন্ধু'র সমাধিতে বৃক্ষরোপণ করে শ্রদ্ধা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রকৃতি ও প্রাণিদের অকৃত্রিম বন্ধু এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইনফ্যান্টি রেজিমেন্টের অকাল প্রয়াত এনসিও প্রাণিবন্ধু' কর্পোরাল মোঃ আবদুর রউফের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন গ্লোবাল জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের (জিজেএ) র নেতৃবৃন্দ।

বুধবার ঐতিহাসিক ভাওয়ালের আজকের গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার শিমুলতলা গ্রামে প্রাণিবন্ধু'র সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান তারা। নেতৃবৃন্দ এসময় সমাধি পাশে বৃক্ষরোপণ করেন ও শোকাহত স্বজনদের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

চলতি বছরের ২৮ জুন অসুস্থতাজনিত কারণে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান প্রাণিবন্ধু' মোঃ আবদুর রউফ। প্রয়াত এই সেনা সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদির ও শরিফুন নাহার দম্পতির জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং গ্লোবাল জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ফর হিস্টি, হ্যারিটেজ অ্যান্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল (জিজেএ)'র সাধারণ সম্পাদক ও বহুমাত্রিক ডটকম এর প্রধান সম্পাদক আশরাফুল ইসলামের ভাই।

সামরিক বাহিনীর সদস্য হয়েও প্রকৃতি–পরিবেশ ও প্রাণিজগতের প্রতি অপরিসীম দরদ সকলের কাছে প্রাণিবন্ধু' হিসেবে পরিচিত করে তুলে আবদুর রউফকে। ফুল ও ফলবীথি ছাড়াও নিজ বাড়িতে তিনি গড়ে তুলেছিলেন কৃষি খামার। বুধবার তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে এসে তারই সেসব কর্মকাণ্ড মুগ্ধ করে জিজেএ'র নেতৃবৃন্দকে।

শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন জিজেএ'র সভাপতি ও কলকাতার প্রভাবশালী সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী, জিজেএ'র সহ–সভাপতি ও বহুমাত্রিক ডটকম এর সম্পাদক শওকত আলী বেনু, জিজেএ'র নির্বাহী সদস্য ও দৈনিক গণমুখের অধ্যাপক আমজাদ হোসাইন, জিজেএ'র যুগ্ম সম্পাদক ও আলিপুর বার্তার সাংবাদিক প্রিয়ম গুহ।

উপস্থিত ছিলেন প্রাণিবন্ধু' আবদুর রউফের মা শরিফুন নাহার, দুই সহোদর আবু হানিফ সোহেল ও আশরাফুল ইসলাম এবং মামা সাইফুল ইসলাম সায়েমসহ অন্য স্বজনরা। প্রাণিবন্ধু'র সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জিজেএ নেতৃবৃন্দ সমাধি পাশে কাঠবাদাম ও বৃক্ষচূড়ার চারা রোপণ করেন।

## পুজোর চালচিত্র

## কলকাতা পুজোয় মেট্রো

**চতুর্থী থেকে ষষ্ঠী :** ১৩ অক্টোবর সকাল ৮ থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত।

**সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী :** দুপুর ১টা ৪০ থেকে পরের দিন ভোর ৪টে পর্যন্ত।

**দশমী :** দুপুর ১টা ৪০ থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত।

সূত্র : মেট্রো রেল

**ঐতিহ্যের হাতছানি :** থিমের ভিড়েও তৃতীয়া থেকেই বাগবাজারের সাবেকি মাকে দেখতে দর্শনার্থীর ঢল

# সাবেকি শিক্ষা আর থিমের ঘনঘটা

পুজো মানে প্রকৃতির নতুন রূপ, ভোরের শিউলি আর কাশ ফুলের সারি। কলকাতা যদিও সেই নির্মল শুভ্রতা থেকে বঞ্চিত, তবুও কালো ধোঁয়ার পিছনেও সারি বেধে বয়ে আসে পুজোর সুভাষ। নতুন জামা জুতোর আনন্দে দেবী আসে বাঙালির চিরনবীন মননে, সেজে ওঠে ক্লাবের নির্জীব প্রাঙ্গণের প্রতিটি কোনা। ঘুরে দেখা সেইসব কিছু ক্লাবের প্রস্তুতি আজ নিয়ে যাবে দেবীর প্রাক পুজো বন্দনায়।

পুজোর আনন্দ কেবল সনাতনী নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ নেই আর। পুজো আজ শিল্পের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। বেহালা ক্লাবের ৭৪তম শারদ অর্ঘের বিষয় ভাবনা এবছর 'বাংলা আমার মাতৃ ভাষা'। যে বাংলায় মায়ের টান, সেই বাংলাই আজ ব্রাত্য। বাঙালি এখন পশ্চিমী আদপে বেশি গর্বিত, কিন্তু এই ক্লাবের উদ্যোগে বাংলা–ভাষার পুনর্জীবন ঘটতে চলেছে। আমাদের পূর্বপ্রজন্মের হারিয়ে যাওয়া সেই স্লেট পেন্সিল, পাঠশালা, টোল সবই ছিল বাংলার অবদান। এসবের সমারোহেই নির্মিত হবে গোটা পূজা প্রাঙ্গন। সাথে থাকার বাংলা সাহিত্যের হারাতে বসা



মণিমাণিক্যদের নাম। সহ সম্পাদক সায়ন্তন ভট্টাচার্য বলেন, 'মণ্ডপের ভিতর থেকে কেবল বড়রাই স্মৃতি রোমন্থন করবেন না, ছোটরাও নিয়ে যাবে বহু হারানো ঐতিহ্য।'

বাংলা ভাষা যেমন অবলুপ্তির খাতে নাম লেখাতে চলেছে, তেমনি প্রকৃতির নিজস্বতায় মোড়া সবুজ বনানী, মানব সভ্যতার উন্নয়নের বলিদান হয়ে চলেছে সাথে শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে বিভিন্ন শৈশবের শিল্পী সনাতন দিন্দার ভাবনায় নতুন সংঘ ক্লাবের বিষয় 'উৎসর্গ' শিল্পী ভাবনায় প্রকৃতি ও পরিবারে মাঝে হারানো শৈশব যেন আজ অভিশাপ, ইঁদুর দৌড়ের জীবনে তারা যেন বন্দীশালায় আবদ্ধ। এই বন্দীদশাকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ৫৩ বছরের পুরোনো এই ক্লাব প্রাঙ্গণে। 'হে মহাজীবন', কবি সুকান্তের এই কবিতা বহুবার উঠে এসেছে নানা 'প্রাসঙ্গিকে, ৭৩–এর মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে লেখা মানবজীবনের হাহাকারের আর্তনাদ বলে ওঠে 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়/পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' সমগ্র মণ্ডপে এই বিষয় ভাবনাই স্থান পেয়েছে। সহকারী সম্পাদক অতনু ঘোষ জানান, মণ্ডপে ঢোকার মুখে থাকবে 'দুটি হাত খাদ্যের প্রার্থনায়, দুপাশে থালা, জামা এসব দিয়ে মানুষের অনাহার ও অভাবের প্রতিরূপ তুলে ধরা হবে। দেবী অন্নদাত্রী মা। সমগ্র সজ্জার মূল বার্তাই হল খাদ্য অপচয় বন্ধ করা।'

ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্ক পার্কের ৪৮তম বর্ষের অভিনব বিষয় ভাবনা 'অগ্নিশুদ্ধি'। প্রতিটি মণ্ডপ যেখানে সেজে উঠেছে রঙে ও শিল্পে, সেখানে এই মণ্ডপে দেখা যাবে নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়। মাটির তাল থেকে বৃহদাকার ইমারত স্থাপন মানব সমাজের অন্যতম সৃষ্টি, কিন্তু এর মধ্যবর্তী ধাপে সেই মৃত্তিকারই পরিশুদ্ধি ঘটে অগ্নি স্পর্শে, সেই শুদ্ধিকরণের পরে নির্মিত ইট ও নানা অবয়ব দিয়ে তৈরি সমগ্র মণ্ডপ। সাথে থাকবে টেরাকোটা ও সেরামিকের মনোরম শিল্পকার্য। প্রতিমাও নির্মিত হয়েছে এই বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মানবআত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে যখন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মুক্ত হয় এবং ঘটে পুনর্জন্ম।

সহ সম্পাদক সঞ্জয় ঘোষ জানান, 'পুজোর আবহ সংগীত হিসেবে ধ্বনিত হবে 'মাইহার ব্যান্ড'–এর বৃন্দবাদন, বা ভারতীয় মার্গ সংগীতের অন্যতম ধারা।'

হরিদেবপুর ৪১ পল্লি ক্লাবের উদ্যোগে

# কোহলির লম্বা ছায়ায় বেড়ে উঠছেন নব্য তারকা পৃথ্বী শাহ

**অরিঞ্জয় মিত্র**

ক্যারিবিয়ানদের প্রথম টেস্টে মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে দুরমুশ করার মধ্যে ফুটে উঠল সেই একই ছবি। বিদেশের মাঠ থেকে ভরাডুবি হয়ে ফেরার পর ঘরের মাঠে বাঘ বনে ওঠার সেই পুরনো গল্প। এই বস্তাপচা চিত্রনাট্যে একদম নতুন যেটা সেটা হল পৃথ্বী শাহ'র হাত ধরে ভারতীয় ক্রিকেট তথা বিশ্ব ক্রিকেট এরিনায় এক নতুন হিরোর আবির্ভাব ঘটা। শুধু শতরান করাই নয়। যে অসাধারণ টেকনিকের ওপর নির্ভর করে মারকুটে সেঞ্চুরি করলেন পৃথ্বি তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল গাভাসকারের পর যেমন তেন্ডুলকর এসেছিলেন, ঠিক তেমনই শচীনের জুতোয় পা গলানোর আরও এক মহাতারকাকে পেয়ে গিয়েছে ভারত। তবে এই মুহূর্তে তাকে গাইড করার জন্য রয়েছেন আরও এক মেগা তারকা বিরাট কোহলি।

যিনি আবার একাধারে ভারত অধিনায়কও। এটা নিশ্চিতভাবে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার ওপর যেখানে বছর পেরোলেই আবার ধূম উঠবে আরও এক বিশ্বকাপের। কে বলতে পারে সেই বিশ্ব তারকাদের মাঝে পৃথ্বী শাহ হয়ে উঠল মধ্যমণি। যদিও এসব ভাবনা, মানে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে পৃথ্বীর শামিল হওয়া সবই একটা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তার আগে পৃথ্বীকে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে। দলে নিজের জায়গাটা সর্বাগ্রে পাকা করতে হবে। কারণ, এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি রয়েছে যেখানে কেরিয়ারের শুরুটা বর্ণোজ্জ্বলভাবে শুরু করেও অনেকেই হারিয়ে গিয়েছেন আস্তাকুড়ে। তেমন কিছু যাতে না ঘটে, অতিরিক্ত প্রচারের আলো যাতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে সেসব দিকে খেয়াল রাখতে হবে সকলকেই।

এশিয়া কাপ জিতলেও ফাইনালে ভারতের শেষ বলে জয় মোটেই স্বস্তিতে রাখবে না টিম ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্টকে। ম্যাচ বাংলাদেশ জিতত কিনা সেই প্রশ্নে না এসেও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় লিটন ওই জায়গায় উইকেটে থাকলে হয়তো ২৫০ করে ফেলত বাংলাদেশি টাইগাররা। তাছাড়া ভারত যেভাবে এই ফাইনাল ম্যাচের নাটক শেষ বলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তাতে টিম ইন্ডিয়ার মিডল অর্ডার নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে সামনে যেখানে বিশ্বকাপের আসর সেখানে মিডল-অর্ডারের এই থরহরিকম্প মোটেই আশাব্যাঞ্জক নয়। তার ওপর মনে রাখতে হবে বিশ্বকাপের আসর কিন্তু বসতে চলেছে সেই ইংল্যান্ডে যেখানে কিছুদিন আগেই একরকম ধেড়িয়ে এসেছে ভারতীয় দল। তাও বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন পুরো শক্তির দল সেখানে মাঠে নেমেছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে ফাইনাল বুঝিয়ে দিয়ে গেল এই ভারতীয় দলের অনেক ফুটোফাটা রয়েছে। এখনই তা মেরামত করে না নিলে ভুগতে হতে পারে অনেকটাই। আর এই ফুটোফাটা মেরামতের প্রশ্নে আদর্শ বাজি হয়ে উঠতে পারে পৃথ্বী শাহ। তিনি যে লম্বা রেসের ঘোড়া সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ শচীন তেন্ডুলকরের মতো মেগাতারকা। তাছাড়া অতীতেও দেখা গিয়েছে যেসব তারকা ক্রিকেটার ক্রিকেট দুনিয়াকে ব্যাট বা বল হাতে রীতিমতো শাসন করেছেন তারা কিন্তু শুধু টেস্ট ক্রিকেট নয়, রাজত্ব করেছেন একদিনের সীমিত ওভারের ক্রিকেট ও টি-২০ দুনিয়ায়।

এই পরম্পরার ব্যাটন এখন পৃথ্বীর হাতে। আগামী বেশ কিছুদিন ভারতীয় ক্রিকেট শুধু নয়, তাবড় বিশ্বের ক্রিকেটকে শাসন করবেন তিনি। তার ব্যাট যেভাবে কথা বলতে শুরু করেছে, যেভাবে জানান দিচ্ছে তার প্রতিটি উপস্থিতি, এতে পরিস্কার সেই মহাতারকার উন্মেষের ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে।

গাভাসকার যখন বেড়ে উঠেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের বাগানে তখন তাকে পরিচর্যা করার মতো অনেক সিনিয়র ছিলেন আশেপাশে। শচীন তার উত্থানের সময়ে সৌরভের মতো আক্রমণাত্মক অধিনায়ক, রাহুল দ্রাবিড়ের মতো বিশ্বসেরা ব্যাটসম্যান, ভি ভি এস লক্ষ্মণের মতো তারকা ক্রিকেটার, অনিল কুম্বলের মতো বিশ্বমানের বোলারকে পেয়েছেন সঙ্গী হিসেবে। বস্তুত, একজন খেলোয়াড়ের খিদেটা শতগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে সমমানের বা কাছাকাছি পর্যায়ের প্লেয়ার দলে থাকা। পৃথ্বীর সামনে তার রোল মডেল হিসেবে জায়গা জুড়ে বিচরণ করছেন এই মুহূর্তের বিশ্বসেরা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি।

# চাণ্ডুলীতে জয়ী বিজয়নগর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পূর্ব বর্ধমানের চাণ্ডুলীতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দু'দিন ব্যাপী নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হল ৩০ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় বিজয়নগর ফুটবল ক্লাব ৩-০ গোলে মালিহা ফুটবল ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হল।

ব্রহ্মাণী নদীর তিরে এক বর্ধিষ্ণু জনপদের নাম চাণ্ডুলী। কাটোয়া ২ নং ব্লকের শ্রীবাটী পঞ্চায়েতের অধীনস্থ এই গ্রামে পা দিলেই শুনতে পাওয়া যাবে হস্তচালিত তাঁতের ঠক ঠক আওয়াজ। এখানকার তাঁতশিল্পীদের তৈরি নানাবিধ বস্ত্রের কদর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। এমন একটি গ্রামের বাসিন্দাদের অনেকেরই অবসর সময় কাটে নাট্যচর্চা, খেলাধুলায়। যে কারণে চাণ্ডুলী গ্রামে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ক্লাব। এই ক্লাবগুলির পরিচালনায় বছরের বিভিন্ন সময়ে আয়োজন করা হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নাটক ও যাত্রা অনুষ্ঠানের। এই সব অনুষ্ঠানের জন্য শত শত এলাকাবাসী বছরভর অপেক্ষা করে থাকে। এমনই একটি হল ফুটবল প্রতিযোগিতা।

চাণ্ডুলী তাস কমিটির পরিচালনায় ও চাণ্ডুলী ফুটবল ক্লাবের সহযোগিতায় ২৩ সেপ্টেম্বর নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। চাণ্ডুলী উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে আয়োজিত এই খেলায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। সেমিফাইনালে অংশগ্রহণ করেছিল গোয়াই ফুটবল ক্লাব, মালিহা ফুটবল ক্লাব, বিজয়নগর ফুটবল ক্লাব ও রায়েরপাড়া ফুটবল ক্লাব। এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি সহ ১০০০০ টাকা এবং বিজিত দলকে ট্রফি সহ ৭০০০ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

বোলপুর ব্লক তৃণমূল আদিবাসী সেল'-র উদ্যোগে 'নক আউট আদিবাসী ফুটবল প্রতিযোগিতা'র ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হল বোলপুর ময়দানে। – নিজস্ব চিত্র

কেরালার বন্যাত্রাণে পার্থ আচার্যর পিআর সলিউশনের উদ্যোগে কল্যাণী স্টেডিয়ামে যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ হয় তা থেকে সংগৃহিত ১০ লাখ ৫০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হল কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের হাতে। তুলে দিলেন প্রাক্তন তারকা আইএম বিজয়ন।

# কাটোয়ায় চ্যাম্পিয়ন রেলওয়ে এফসি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় ঐতিহ্যবাহী ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল রেলওয়ে এফ সি। রানার্সআপ হয়েছে পাঠচক্র। ৭ অক্টোবর কাটোয়া শহরে গোবিন্দ বাগান ময়দানে অনুষ্ঠিত নকআউট এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় রেলওয়ে এফ সি টাই ব্রেকারে পাঠচক্রকে পরাজিত করে হরিশ্চন্দ্র মেমোরিয়াল উইনার্স শিল্ড সহ এক লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার জিতে নেয়। অন্যদিকে ফাইনালে পরাজিত পাঠচক্রকে ইষ্টপদ দে রানার্সআপ কাপ সহ পঁচাত্তর হাজার টাকা নগদ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ম্যান অব দ্য ম্যাচের শিরোপা লাভ করেন রেলওয়ে এফ সি'র রাণা চক্রবর্তী এবং ম্যান অব দ্য সিরিজ হিসাবে পুরস্কৃত হন পাঠচক্রের ভিক্টর কামুকা। এদিন খেলা উপলক্ষ্যে হাজির শত শত ক্রীড়ামোদীর সঙ্গে ময়দানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কাটোয়া মহকুমাশাসক সৌমেন পাল, কাটোয়ার বিধায়ক তথা পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভারতের দুই প্রাক্তন ফুটবলার কবীর বসু এবং চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় বাড়তি আকর্ষণের জন্য ফুটবল জাগলার অমিত বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবন্ধী এই জাগলার ফুটবল নিয়ে নানান অভাবনীয় কসরত প্রদর্শনের মাধ্যমে সকলকে চমকিত ও মন্ত্রমুগ্ধ করেন।

কাটোয়া পুরসভা পরিচালিত এই ঐতিহ্যবাহী ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা লিগে অংশগ্রহণকারী ৮টি দল যোগদান করেছিল। দলগুলি হল এরিয়ান, টালিগঞ্জ অগ্রগামী, পাঠচক্র, রেনবো অ্যাথলেটিক ক্লাব, এফ সি আই, ক্যালকাটা কাস্টমস, রেলওয়ে এফ সি, সাদার্ন সমিতি। আয়োজক সংস্থার পক্ষে কাটোয়ার পুরকাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় বলেন, বিভিন্ন কারণে ২০০২ সাল থেকে ঐতিহ্যবাহী এই নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। এতদিন পর এই প্রতিযোগিতাটি আয়োজিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কাটোয়ার সর্বস্তরের ক্রীড়ামোদী মানুষজন আবেগে ভেসে গিয়েছিল।

# জীবনের জন্য শচীনকেই বাছব, অকপট স্পিনের জাদুকর শেন ওয়ার্ন

**রূপম জানা**

লারা না শচীন এই বিতর্কে বরাবর দেখা গিয়েছে ক্রিকেট ভক্তরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। বলাবাহুল্য, কেউ লারাকে এগিয়ে রেখেছেন, তো কেউ আবার শচীন বন্দনায় ব্যস্ত। ক্রিকেট তারকাদের মধ্যেও এই নিয়ে দুটি শিবির রয়েছে। বিশেষ করে শচীন ও লারাকে যাঁরা বল করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেই এই নিয়ে দ্বিমত থেকে গিয়েছে প্রবলভাবেই। দক্ষিণ আফ্রিকার এক সময়কার বিশ্বত্রাস ফার্স্ট বোলার অ্যালান ডোনাল্ড যেমন সবসময়ই শচীনকে এগিয়ে রাখেন। আবার পড়শী দেশ পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা পেসার ওয়াসিম আক্রম এই ব্যাপারে ব্রায়ান লারার পক্ষ নেন। তাঁর মতে শচীন বড় ব্যাটসম্যান হলেও, সব রেকর্ডের মালিকানা পেলেও দেশকে জেতানোর ব্যাপারে লারা লাজবাব। প্রাক্তন অজি জোরে বোলার গ্লেন ম্যাকগ্রা এই ব্যাপারে একটা মাঝামাঝি অবস্থান নিয়ে থাকেন। ম্যাকগ্রার বক্তব্য, শচীন নিঃসন্দেহে বড় মাপের ক্রিকেটার। আর লিটল মাস্টার সেরা ডিফেন্সে। কিন্তু আক্রমণের ক্ষেত্রে ম্যাকগ্রার ভোট লারার দিকেই যায়।

শচীন-লারার এই ডুয়েলের মধ্যে নতুন করে ইন্ধন জোগালেন একসময়ের দুনিয়া কাঁপানো লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্ন। শচীনকে যে তিনি কোন আসনে রাখেন তা ফের বুঝিয়ে দিলেন নিজের আত্মজীবনীতে। ওয়ার্ন এতে লিখেছেন, শেষ দিনে ম্যাচ বাঁচানোর জন্য সেঞ্চুরি চাইলে আমি অবশ্যই ব্রায়ান চার্লস লারাকে মাঠে পাঠাবো। কিন্তু, জীবন বাঁচানোর জন্য কাউকে পাঠাতে হলে সেই নামটা হবে শচীন রমেশ তেন্ডুলকরের। এভাবেই নিজের সময়কার দুই কিংবদন্তী ব্যাটসম্যানের মূল্যায়ণ সেরেছেন শেন ওয়ার্ন। উল্লেখ্য, এর আগেও শচীন তেন্ডুলকর সম্পর্কে নিজের শ্রদ্ধার কথা বারংবার তুলে ধরেছেন এই গুগলির জাদুকর। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বোঝা গিয়েছে শচীনের ব্যাটিং কিভাবে তাকে সম্মোহিত করত। শুধু তাই নয়, একটা সময় এই শচীনের হাতে বেদম প্রহারও খেয়েছে ওয়ার্নের স্পিন বোলিং। বস্তুত, শারজার সেই অধ্যায় মরু ঝড় চ্যাপ্টার হিসেবে আজও পরিচিত থেকে গিয়েছে। ওয়ার্ন তাঁর আত্মজীবনীতে বোঝালেন শচীন তেন্ডুলকরের তিনি কত বড় মাপের ফ্যান। আগেও তিনি যা বলেছিলেন ঠিক সে কথাটাই প্রতিধ্বনি হওয়ায় এটাও বোঝা গেল শেন ওয়ার্নের স্টান্স কিন্তু মোটেই নড়বড়ে হয়নি। বরং তিনি যেমন চাঁচাছোলা ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনই রয়ে গিয়েছেন। সেক্ষেত্রে হয়তো সবসময় শেন সবাইকে খুশি করতে পারেন নি। তাও তার এই সোজাসাপটা বক্তব্য মানুষের কাছে তথা ক্রিকেটভক্তদের কাছে ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

# শারদীয় আলিপুর বার্তা

## প্রকাশিত

গল্প লিখেছেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ● সিদ্ধার্থ সিংহ ● অরিন্দম আচার্য ও আরও অনেকে।

কবিতা লিখেছেন

রত্নেশ্বর হাজরা ● পি সি সরকার জুনিয়র ● দীপ মুখোপাধ্যায় ● শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

প্রবন্ধ লিখেছেন

ড. দীপক বড়পণ্ডা ● শ্যামল সেন ● জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ● স্বামী আত্মবোধানন্দ ● ড. শঙ্কর ঘোষ ● ডাঃ সুবোধ চৌধুরি ● কৃষ্ণচন্দ্র দে ● ড. জয়ন্ত চৌধুরী ● জয়ন্ত চ্যাটার্জী ও আরও অনেকে।

● এভারেস্টসহ দেশের বিভিন্ন পর্বতচূড়া আহরন করে তার রোমহর্ষক কাহিনী লিখছেন অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত দেবাশিস বিশ্বাস।

**প্রচ্ছদ : আনন্দ চিত্রকর**

● 'হঠাৎ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার হাতে দুটো ট্রামের টিকিটের পিছনে লেখা হাতে ধরিয়ে দিল'। এইসব মজাদার নিয়েই অকপটে স্বর্ণযুগের নায়িকা সবিতা বসু।

ভূপেন হাজারিকা কেমনভাবে আমাদের ভুবন মাতিয়ে দিল, কিভাবে প্রভাবতী দেবী হয়ে উঠলেন আঙুরবালা, তা উপহার দিয়েছিলেন আমাদের প্রয়াত প্রতিনিধি সনৎ কুমার পাল। অমূল্য সাক্ষাৎকার দুটি আমাদের আর্কাইভ থেকে তুলে দেওয়া হল এবারের শারদীয়য়।

স্টলে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও ফোনে করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬


www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

**Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.**

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com